সংগীতানন্দ লহরী।

ফলতঃ

শ্রীভবানী বিষয়ক গীতাবলী

এবঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণস্য রাসলীলা বর্ণনা পদাবলী

আন্দুল নিবাসি

শ্রীমন্মাধবচন্দ্র দত্ত চোর্ধুরিণোভিমতেন

শ্রীযুত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক সংগ্রহীতা

সমাচার চন্দ্রিকা

যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিতাভুত্

শক নরপতে রতিতাব্দা

১৭৭০

নমো

লিপিঃ লম্বোদররায়

ভূমিকা

শাস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, ইত্যাদি বিদ্যা সমূহের মধ্যে সংগীত বিদ্যা বিশেষ আদরণীয়া মন্য মানা হইতে পারে, তদ্ধেতু এই বিদ্যালোচনার দ্বারা যেমন তদ্বিদ্বৎ ব্যক্তির চিত্তোল্লাস হয় তেমনি শ্রোতা যে অন্য জন সে জনের মনেরো মহোল্লাস জন্মে, স্বপক্ষ ও পর পক্ষ উভয় পক্ষে মঙ্গল সূচনা করিতে অন্য বিদ্যার প্রায় ঈদৃশী শক্তি বিরহ, বিশেষতঃ সংগীতের এই একখানি আশ্চর্য্য মাধুর্য্য যে নিজের আমোদ ও পরের বিনোদ ছলে জগদম্বার গুণানুবাদন, ও হরিনাম সংকীর্ত্তন, যে মহাপুণ্য তাহা অনায়াশে লাভ হয়, এই পরম পদার্থের কিয়দংশে অংশী হওনাভিলাসে বিবিধ বিদ্যা বিশারদ শ্রীমদ্রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে অনুমতি দিয়া নিবেদন করিলাম যে জগদীশ্বরের ও জগদীশ্বরীর গুণানুকথন স্বরূপ গীত চয় প্রস্তুত করেন, যে তদাবলী কুমুদিনী হৃৎ সরসাতে উৎফুল্লা হওত দিগ্‌দেশ আমোদিনী, বিশেষ সুমকরন্দপানে পরমার্থ বুবুক্ষু মানস ভৃঙ্গের হৃষ্ট বর্দ্ধিনী হইতে পারে, পশ্চাৎ সেই পুস্তকী শরচ্চন্দ্রিকা সমাজান্তরীক্ষে উদিতা করাইয়া লিপ্সু

মানস চকোরানন্দ সানন্দ করাইব, তদনুক্রমে শ্রীযুত ভট্টা চার্য্য মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর গীত কবিতা রচিতা ও প্রক টিতা করণেতে সেই শর্ম্ম সম্বন্ধিনী গানরূপিনী কাদম্বিনী দৃষ্টে হৃষ্টে চিত্ত শিখী সুখী হইয়া নিত্য নৃত্য করিতে থাকিল।

কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তিন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটি ভঙ্গি ভবোবেত্তিন সাপুনঃ॥

পরে বাদ্য ও রসনা যন্ত্রে যন্ত্রিত করণক রাগ রাগিনী তাল মান সহোযোগে মিলন ও ঐক্য করিলাম, এক্ষণে প্রয়াশ ও অভ্যাশ এই যে ঐ সকল গীত দেশীয় সমাজে ব্যবহার্য্য রূপে গ্রাহ্য হয় এই ভরসায় "সংগীতানন্দ লহরী" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক মুদ্রা যন্ত্রালয়ে প্রেষণ করণে সহসা সাহসী হইলাম। প্রবর গুণি গণৈকান্তভাজন শান্ত দান্ত বিচক্ষণ মহাজন গণের অনুরাগ জীবন ধারা হীন সংস্কার রূপ জীবন বিহীন মীন জীবন প্রাপ্তে মানস সরোবরের শোভাকর হওনের প্রতীক্ষা। যতঃ

মূর্খাণাং দোষ দুষ্টত্বং গুণং পশ্যন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী পলালু ঊর্ণপা॥

কিম্পুনর্ভদ্রতমোম্বিতি ১২৫৪ বঙ্গাব্দীয় মৃগেন্দ্রস্যৈক বিংশতি দিনজেয়ং লিপিঃ।

শ্রীমাধবচন্দ্র চৌধুরী
ভাস্কুল ধাম।

মোং নওয়াবগঞ্জ।
জিলা রাজশাহী।

শ্রীশ্রীগুরুঃ ॥

র্ব্বিজয়তাং ॥

সংগীতামৃত লহরী।

প্রামখগুং মুদ্রাকেন।

শ্রীভবানী বিষয়ক গীতাবলী।

রামকিরী বা রামকেলী রাগিণ্যাং। খয়রাতালেন গীয়তে।

দ্বাদশ দল কমল কোরে, নাথ মেরি বিরাজে ॥ ধ্রুং ॥ দশশত দল, কমল বিমল, শ্বেতছত্র রাজে ॥ * ॥ অকথমে ত্রিকোণ ভবন, আরে শোভে হ লক্ষ বরণ, হংস পীঠে বীজ বয়ঠে, চরণে অরুণ লাজে ॥ ১ ॥ শ্রীমুখ সুখ স্মর হসন, করুণা নয়ন অবলোকন, বরাভয় কর শ্বেত বরণ, শ্বেতাভরণ সাজে ॥ ২ ॥ যোগাসনে বামে ললনা, চিন্তামণি বরণ লগনা, মগনা শ্যাম বদনে আপ্, কোটি মদন গাজে ॥ ৩ ॥ জ্ঞান ভান ভয়ে প্রকাশ, মায়া রজনী গেয়া বিনাশ, ভোরহিঁ শ্রীরামচন্দ্রে, চরণ স্মরণ দিজে ॥ ৪ ॥

শ্রীনাথ চরণ, নিত্যসদন, চিন্ত্য ব্রহ্ম কালে ॥ ধ্রুং ॥ অরুণ চরণ, শ্বেত বরণ, শোভিত শশী ভালে ॥ * ॥ অপরূপ রূপ বামে শোভিত, ভাবয়ে সাধক জন অদ্ভুত, উভয়ের চিত্ত সাম রসিত, দশ শত দল কমলে ॥ ১ ॥ যে জনে চিন্তে সতত মননে, নাস্তি উপমা তার ত্রিভুবনে, রামচন্দ্র বলে সেই সে সফলে, নাহি শিব মন্ত্র বিফলে ॥ ২ ॥

কালী কালী বল, বৃথা দিন গেল, মানব দেহ হবেনা আর ॥ ধ্রুং ॥ জনন মরণ, দেহ ধারণ, অশীতি লক্ষ অনিবার ॥ * ॥ করে গেছেন এবার কর্ণধার, কাল সে সাজি সকালে সার, বিশেষত কলি শূন্য সকলি, কালীনাম সব তত্ত্বসার ॥ ১ ॥ সার্থক দেহ মানিরে তার, যে জন কালীর নাম জানে সার, সেই সে ধন্য ভুবনে মান্য, কালী কৃপা ন তার ভবেরি ভার ॥ ২ ॥ সাধন স্মরণ ভজন হীন, রামচন্দ্র দীন দীনের প্রবীণ, হতো সত সঙ্গ কালীর প্রসঙ্গ, অবশেষে গতি হবে কি তার ॥ ৩ ॥

আজু শুভ দিন, হইবেরে মানা, কালী কালী কর স্মরণ ॥ ধ্রুং॥ সুপ্রভাতা যদি হইলো রজনী, সফল করোরে জীবন ॥ * ॥ কালীতে অভিন্ন কালী [illegible], নিতান্ত পাইবে মোক্ষধাম, পূরিবে সকলি মনেরি কাম, ত্রিতাপ হইবে

মোচন ॥ ১ ॥ গঙ্গা গোদাবরী, যমুনা কাবেরী, সরস্বতী আদি যত তীর্থ বারি, স্নানদান পান করে যদি ভরি, নহে কালী নামে তুলন ॥ ২ ॥ অযোধ্যা মথুরা কাশী আদি ধাম, না মরিলে ইথে না পূরায় কাম, অবিরত লয় যে জনা নাম, সমান জীবন মরণ ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র কালী দাসের দাস, মুক্ত হবে তবে মায়ার পাশ, যদি ভ্রমে কয় কভু নাম ভাস, আসিতে না হবে কখন ॥ ৪ ॥

প্রসন্না ভব ভবে, মহি দীনে গঙ্গে, ত্রিপথ গামিনী। ধ্রুঃ ॥ সুখদা মোক্ষদা, বিশেষ ফলদা, অশেষ অশুভ নাশিনী ॥ * ॥ শ্বেত বরণী পঙ্কজ ধারিণী, কমলাসনী মকর বাহিনী, দ্বিভুজা ত্রিনেত্রা বিচিত্র বরদা, সরিদা ব্রহ্ম রূপিণী ॥ ১ ॥ মদনান্তক মৌলি নন্দিনী, মেরু মন্দার মন্দাকিনী, প্রজাপতি কর কমণ্ডলু গতা, ব্রহ্মানন্দ দায়িনী ॥ ২ ॥ গিরীন্দ্র তনয়া সপত্নী সুভগা, সুর তরঙ্গিণী সুর নিম্নগা, সুরধুনী স্মরহর বিলাসিনী, অপগা বিশ্বপাবিনী ॥ ৩ ॥ জহ্নু তনয়া ভাগ্য জননী, যমুনা বানী সহ গামিনী, সাগর সঙ্গিনী সগর বংশে, ব্রহ্মশাপ মোচনী ॥ ৪ ॥ ত্রিতাপ মোচনী ভক্তি দায়িনী গতি হীন জনে গতি কারিণী, শরণাগত রামচন্দ্র, জনম মরণ বারিণী ॥ ৫ ॥

ভৈরব রাগেণ ॥ একতালা তালেন গীয়তে ॥

মন কেন করিলি এমন বিষম নেঙ্‌টা মেয়ের আশা ॥ ধ্রু° ॥ কুলে দেয় কালী, তার নাম কালী, ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্ব নাশা ॥ ✽ ॥ নাশে সুখ মোক্ষ, সপক্ষ বিপক্ষ, করায় শ্মশান বাসা ; করে বর্ণান্তর, ঘুচায় সব ডর, ঘর বাহির করনা ॥ ১ ॥ পরায় কৌপীন, করে দীন হীন, মাথা মুড় জটা বল্কলবাসা ; ছাই মাখা গায়, ইচ্ছা যা তা খায়, নাচে গায়, শেষে কান্দা হাসা ॥ ২ ॥ নাহি আপন পর, করে সকল ঘর, শুনে লাগে ডর, কিহবে দশা ; ভক্তিভাবহরা, কেবল প্রেম করা, বিঘ্ন করে না দেয় হৈতে দাসা ॥ ৩ ॥ কালীগঞ্জে বাস, রামচন্দ্রের আশা, শ্যামা পদাশ্রয় দূর লালসা ; করি মেয়ের আশ, গেল সর্ব্বনাশ, শ্মশান বাসী হৈল কীর্ত্তিবাসা ॥ ৪ ॥

মন জাননা তারে, কালী কেমন মেয়ের মেয়ে সে টী ॥ ধ্রু° ॥ পুরুষ প্রকৃতি, অবিশেষ মূরতি, কেউ নারে তারে করিতে খাটী ॥ ✽ ॥ করি তন্ত্র, ষড় দরশন, ভেবা ঘরে গেল খেয়েনাটী ॥ ✽ ॥ দ্বৈতা দ্বৈত বলে, শ্রুতি ক্ষান্ত ফলে, কি তার অন্যে জানে পরিপাটী ॥ ১ ॥ মাথায় খাটের খুরা, করে তিন বুড়া, শুয়ে আদি বুড়া করে ভ্রূকুটী ॥ ✽ ॥ নাভি মূলে বসি, হয়ে মুক্ত কেশী, হৃদে দোলায় রাঙ্গা চরণ দুটী ॥ ২ ॥

কার সাধ্য বটে, দক্ষিণার নাটে, ভার লয়ে করে আটাঁ আঁটি ॥ * ॥ দিব্য বীরাচার, বেড়ায় দ্বারে দ্বার, পশু সৈন্য ক্ষত দাঁত কপাটী ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র কয়, নাহি কিছু ভয়, মনের কদাশয়, গিয়াছে ছুটি ॥ * ॥ বেচি আপন কায়, শ্রীনাথের পায়, গেছে তার ভব বন্ধন কাটী ॥ ৭ ॥

আলাহাইয়া বেলাওল ॥ তাল আড়া ॥

কেরে ঘন নীল নীরজ, মন্দ গঞ্জিত, স্থকিত চপলা মালা, বালা নব রঙ্গিণী ॥ ধ্রুং ॥ রজত শিখরো, সবাকারো, রূপ দিগম্বরো, পুরুষ সুন্দর সহ, রতি পতি বিড়ম্বিনী ॥ * ॥ উদিত হৃদয়াকাশে, জ্ঞান নেত্রে সুপ্রকাশে, অন্য থাকি সে বিকাশে, সম্ভব না হয় । * ॥ যে রূপে যে চিন্তাকরে, সেই রূপ দেখে তারে, ঘটেং সেই বটেং ভক্ত মনো রঞ্জিনী ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, ভাবি রূপ নিরন্তরে, চিদানন্দ ময় ॥ * ॥ যে জন এইরূপ ভাবে, ভাবে সঙ্গ নাহি পাবে, রামচন্দ্র পশুভাবে, মূঢ় অজ্ঞানী ॥ ২ ॥

মাগো কত দিনে নিস্তার হবে, বক্রী কি আছে গো দুঃখ না জানি শিবে ॥ ধ্রুং ॥ বহুকর্ম্ম সূত্র দ্বারে, বদ্ধ মায়া কারাগারে, অনন্ত কামনা বেড়ি, কিসে কাটিবে ॥ * ॥

মনো রাজা অবিচারে, দেহ দণ্ড সদাকরে, দ্বার রক্ষা করে রিপুগণ প্রতি দ্বারে ॥ ✽॥ দোহাই দিতে গো চাই, স্বাবকাশ নাহিপাই, রসনা ঘোষণা ভয়ে, কুণ্ঠিত ভাবে ॥ ১ ॥ ত্রিতাপে সদা তাপিত, যন্ত্রণায় জনম গত, হয়েছি জীবন মৃত, পাপের আবার ॥ ✽ ॥ কেহ না সম্ভাষে দাসে, অকৃতি বলিয়া হাসে, রামচন্দ্র এই ভাষে, গতি নাই ভবে ॥ ২ ॥

অরে মন কি তোমার মজাইলা, সফল মানব দেহ বিফল করিলা ॥ ধ্রুং ॥ মরিতে না হবে যেন, নিতান্ত ভেবেছ মন, বিষম কালের ভয়, কিসে এড়াইলা ॥ ✽ ॥ হইয়া কুসঙ্গি সঙ্গ, পরমার্থ দিয়া ভঙ্গ, দেখিয়া বিষয় রঙ্গ, রঙ্গী হইলা ॥ ১ ॥ তুমিতো সকলি জান, অনর্থে সার্থতা মান, এইতো আশ্চর্য্য জ্ঞান, ভুলিলা ভুলাইলা ॥ ২ ॥ অবিশ্রান্ত বহ ভার, শ্রান্তি দূর নাহি কর, একি ভ্রান্তি দেখি তোর, গর্দ্দভের প্রায় ॥ ৩ ॥ বিষয়ে মার্জ্জার শ্রম, ত্যজি যাহ লজ্জাক্রম, রামচন্দ্রে হেন ভ্রম, তুমি ঘটাইলা ॥ ৪ ॥

রাগিনী বেলাওল ॥ তাল আড়া ॥

মাই তেরি নীর, নির্ম্মল দরশন মে, হরত জনম২ কেরি পাপ ॥ ধ্রুং ॥ কীট পতঙ্গ অধম, নর খর পশু পরশ মে

তাকো, তরসে ত্রিতাপ ॥ ❋ ॥ নিরঞ্জন নিরাকার, পরং ব্রহ্ম মন বার, আগম নিগম সার, মহিমা ভূরি ॥ ❋ ॥ শিরেধরে ত্রিপুরারি, কো জানে ক্যা গুণ তেরি, মিলে চতুর বরগ, যো করে আলা ॥ ১ ॥ ভাবতহি গতাগত, করতহি অবিরত, নাহি মরে যাবত, গাঙ্গনীরে ॥ ❋ ॥ কহত শ্রীকবি রাম, জগত অধমাধম, মিলত পরম পদ, সব শোচ নাপ ॥ ২ ॥

রাগিনী বেলাওল আলাহাইয়া ॥ হরি তাল ॥

অরে মন, নীল বরণী চরণ, কেন ভাবনা ॥ ধ্রুং ॥ ক্ষিতি অপতেজ মরুত ব্যোমেতে ধারণা, মিছা জন্য দেহ ভেবে দেখ না ॥ ❋ ॥ মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপূরে সাধ ধ্যানে, অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন ॥ ❋ ॥ আজ্ঞা চক্র করি ভেদ দেখ না, কুণ্ডলিনী কালী কালে মিশায় না ॥ ১ ॥ ঈড়া সুসুম্না পিঙ্গলা, যোগ পথ করি আলা, আছে মন আমারো কেন পাইতেছো জ্বালা ॥ ❋ ॥ নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়া থাকেনা, কালে কোন কালে খুঁজে পাবে না ॥ ২ ॥ ইহাবহি আরো নাহি, যোগ পথের উপায় এহি, ভাব পরাৎপরা সেহি কালী ব্রহ্মময়ী ॥ ❋ ॥ থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবেনা, রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবেনা ॥ ৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট ললিত ॥ তাল বিমা তেতালা ॥

জাগো না কুণ্ডলিনী কালী, অলসে ঘুমাইয়া রহিলি গো ॥ ধ্রুঃ । স্বয়ম্ভু মদনাগারে, বিষ তন্তু সহোদরে, বিচিত্রা ভুজঙ্গী হয়ে, ত্রিগুণে বান্ধিয়া থুলি গো ॥ ১ ॥ অজপায় দেহ ধারণ, করি জীব অচেতন, বহির্ম্মুখ করি তারে, কুহকে ভুলাইয়া দিলি গো ॥ ২ ॥ রামচন্দ্রে করি দয়া, ঘুচাও গো অনাদি মায়া, আশা বাসা ভাঙ্গি ভবে, কালে কালী দিয়া চলি ॥ ৩ ॥

যেমন জননী তুমি, জানাইলা জানিলাম আমি গো ॥ ধ্রু ॥ শিব বাক্য সত্য জ্ঞানে, বিশ্বাস আছে শ্রীচরণে, অবিশ্বাসের হেতু মায়া, ঘটাও তুমি আমার আমি ॥ ১ ॥ ক্ষণে২ দেখাও রঙ্গ, উৎপত্তি প্রলয় ভঙ্গ, না দেখি তার অঙ্গি অঙ্গ, এই রঙ্গে ভ্রমাও ভ্রমি ॥ ২ ॥ ত্রিগুণে পৃথক হয়ে সদাই থাক লুকাইয়া, তুমি কি সামান্যা মেয়ে, কাম শূন্যা হয়ে কামি ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্রের দিন গত, আসায় আসা বাড়াও কত, ভ্রমিতেছি অবিরত, কেবল মায়ার হয়ে প্রেমী ॥ ৪ ॥

হলোনা হবেনা আমার, অপরাধ মার্জ্জনা গো ॥ ধ্রু ॥ অশেষ প্রকারে তাহা, বিশেষঃ গেল গো জানা ॥ * ॥ হয়

ছি পাপির রাজা, মন্ত্রী মন কামাদি প্রজা, লাভ করি রাজ কর, কেবল মাত্র যন্ত্রণা ॥ ১ ॥ মায়া দেশ কর্ম্ম ক্ষেত্র, আপদ নামেতে মিত্র, অধর্ম্ম নামেতে পুত্র, পাটরাণী দুর্ব্বাসনা ॥ ২ ॥ ভ্রমদণ্ড করি করে, কালছত্র শিরোপরে, উদ্বেগ আসনে বসি, দ্বারে অমঙ্গল সেনা ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র নামে গড়ে, কর্ম্ম সূত্র নিশান উড়ে, জ্ঞান শূন্য ডঙ্কা পড়ে, দুর্যশ ভেরী ঘোষণা ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী ॥ তাল জলদ তেতালা ॥

কালী কাল ভয় হরা, আমরি কেমন মেয়ে জীব শিব করা ॥ ধ্রুং ॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম, নামে নাশে ধর্ম্মাধর্ম্ম, উপাধি হইলে শূন্য, আপনি দেয় ধরা ॥ ❋ ॥ জ্ঞান কর্ম্ম পরিহর, অন্য চিন্তা দূর কর, কালী বল কালী কর, নয়নের তারা ॥ ❋ ॥ নাথ আজ্ঞা অনুসারে, চিন্তা কর চিন্তাগারে, স্বপনে কি জাগরণে, না হও পাসরা ॥ ১ ॥ কহে রামচন্দ্র নরে, এবার বহু জন্মান্তরে, সকল মানব দেহ, বিফল না করা ॥ ❋ ॥ জ্ঞান ভক্তি সহভাবে, শ্যামা পদ ভাব ভাবে, চিন্তার চিন্তা দূর হবে, অচৈতন্য ভরা ॥ ২ ॥

কালী কেজানে কেমন, যে দেখে যেমন ভাবে সে বলে

তেমন ॥ ধ্রুং ॥ অখণ্ড মণ্ডলাকারে, সে বিরাজে সর্ব্বাধারে, ব্যাপ্ত গুপ্ত চরাচরে, যেখানে যেমন ॥ ❋ ॥ প্রকৃতি পুরুষাকারে, সৃষ্টি স্থিতি লয় করে, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাই, বেদের বিচারে ॥ ❋ ॥ অনন্ত না পায় অন্ত, তাহে নর সদা ভ্রান্ত রামচন্দ্র হয়ে ক্ষান্ত, চিন্ত্য শ্রীচরণ ॥ ১ ॥

রাগিণী টোড়ি ॥ তাল ধিমা তেতালা ॥

হর হৃদি সরোরুহে, কি সুধাধুরী, মরি২ বামা কেরে ॥ ধ্রুং॥ হেরিলে নয়ন মনো, না হয় তারি ॥ ❋ ॥ সকল সুখের নিধি, লজ্জা পায় হেরিয়া বিধি, তথাপি না হয় অবধি, আজন্ম হেরি ॥ ১ ॥ কি কব অধিক আরো, হর হৈলা দিগম্বরো, বস্ত্র মাত্র দিয়া তারো, দাস হয় তারি ॥ ২ ॥ নেত্রে জ্ঞানাঞ্জন আরো, সে জানে সুখ তাহারো, রামচন্দ্র পশু নরো, নয় অধিকারী ॥ ৩ ॥

বিরাজে হৃদয়াম্বুজে, মণি মন্দিরে ওকে তিমির হরে ॥ ধ্রুং ॥ ত্রিপঞ্চারে শিব উরে, মদনাগারে ॥ ❋ ॥ বিহরে আনন্দ ভরে, নিজ তনু না সম্বরে, দিগম্বরী দিগম্বরে, গরবো করে ॥ ১ ॥ সুপ্রসন্না শ্যাম রসে, অলসে না বান্ধে কেশে, ভ্রূভঙ্গী মধুর হাসে, কাম জয় করে ॥ ২ ॥ কামান্ত

কামের ডরে, ভয়ে হয়ে সবাকারে, দিয়া রাঙ্গা পদ তারে, নির্ভয় করে ॥ ৩ ॥ কহে রামচন্দ্র নরে, যে ভাবে দক্ষিণান্তরে দক্ষিণান্ত করে তারে, সর্ব্বস্ব হরে ॥ ৪ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

মনো নয়ান অন্তরে, সদাই লুকাও গো ॥ ধ্রুং ॥ ভাবিলে না পাই দেখা, এই কি সম্ভবে গো ॥ ॥ দেখিতে যতন করি, তোমায় ভুলি অন্যে হেরি, থাকিয়া অন্তরে শ্যামা, করো গো চাতুরী। তুমিতো বিষম মেয়ে, কে তোমারে জানে গো ॥ ১ ॥ যেন সূর্য্য প্রতিবিম্ব, প্রকাশয়ে যথা অম্বু, অন্যথা অদৃষ্ট বস্তু, দেখা নাহি যায়। রামচন্দ্র দর্পণেতে, দেখাও রাঙ্গা পদ গো ॥ ২ ॥

শ্যামা আমার অন্তরে জাগো, কি ঘুমাও গো ॥ ধ্রুং ॥ ভক্তি ধনো করে চুরি, মনো চোরো তায় গো ॥ ॥ অরাজক এই পুরে, কামাদি ডাকাতি করে, নিত্য বস্তু মাত্র হরে, হইয়া নির্ভয়। না মানে দোহাই তারা কি করি উপায় গো ॥ ১ ॥ সুদৃঢ় বন্ধন করে, কেহ বান্ধে কেহ মারে, উদ্বেগ বিষম বহ্নি, দিয়া দাহ করে। ত্রাহি২ রামচন্দ্র, মরি প্রাণ যায় গো ॥ ২ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ খয়রা বাকওয়ালী তালেন গীয়তাং ॥

যাবি অতি দুর বেলা, হইল ভাব কি বসিয়া, ভয় নাহি রে তু একাকী হইয়া ॥ ধ্রুং ॥ সম্বল হীন তোর লওনারে সম্বল করিয়া, ভবেরো বাজারে মহাজন স্থানে যাচিয়া ॥*॥ ডুবিল তপন দেখ, পাব হওয়া হৈলো নাকো, এলো মহা কাল নিশি ব্যাপিয়া ॥ ১ ॥ ভব জল জলনিধি, পার হবার এই বিধি, কাল নাম তরণী করিয়া ॥ ২ ॥ আনন্দ পাল উড়াইয়া, কেরোয়াল ভাবে ধরিয়া, ত্বরা করি রামচন্দ্র, দেওনা তরি চালাইয়া ॥ ২ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ কওয়ালী তালেনগীয়তে ॥

কেয়্সে হরকে গুণ গায়েঁ। মেই, ঐরী মেরি মনহি ভট্কে, দূষণ মোমন মোহমে আট্কে ॥ ধ্রুং ॥ জনন মরণ করি বাম বালাইয়া, জনম জনম মে বৈরী ভেইলো, হরকে হরে ধ্যান জ্ঞান সব, সগুণ কে সুখ মট্কে ॥ ১ ॥

সারিগম পধনি গায়ে জো, সোয়ী গুণিন্ মে গুণি কহাওয়েঁ নির গুণতে সব গুণ উপজাওয়েঁ ॥ ধ্রুং ॥ স্বরণ কে সুরঞ্জন

লাও য়েঁ, আপনা ঘটমে রাম দাগাওয়েঁ, ধক্কট্ বিধি কট্ ধেঁা ধেঁা তাথৈ তাথৈ রঙ্গ জো লওয়েঁ ॥ ১ ॥

রাগিণী সিন্ধু সারঙ্গ ॥ তাল একতালা ।

চলিলাম ভাই ভোলার হাটে ছেড়ে যায় সঙ্গের সঙ্গী দূর ॥ ধ্রুঃ ॥ কেহ বেচে পুরুষার্থ চরি, কেহ করে ক্রয় যতন করি, ভক্তি ভাব জ্ঞান রতন ভূরি, ভবের দোকানে প্রচুর ॥১॥ কেহ বেচি গেল পুণ্য পাপ, কেহ করে কেবল কথার আলাপ, কেহ বেচি গেল ত্রিতীয় তাপ, কেহ অবিদ্যা অঙ্কুর ॥ ২ ॥ দেখ হাটের বেলা হইল ক্ষয়, রামচন্দ্র এই উচিত হয়, জ্ঞানসহ ভক্তি করিয়া ক্রয়, চলিচল শ্রীপুর ॥ ৩ ॥

আইলাম ভবে এই করিলাম এবার হারালেম্ দুকুল ॥ ধ্রু ॥ চিত্র কমল কুড়ে লেখা ভ্রমে পড়ি অলির ভাঙ্গিল পাখা, নাপায় গন্ধ মধু তথা, অলির স্থূলে হৈল ভূল ॥ ১ ॥ বিষয় প্রান্তরে মরীচিকা, জলভ্রমে বালি বেড়াই দেখা, প্রাণ যায় পিপাসায় ঠেকা, নাপেল নদীর কূল ॥ ২ ॥ বিষম মহা মায়ার এই কল, চিনি ব্যলে খাওয়ায় নিমের ফল, রামচন্দ্র হত বুদ্ধিবল, তার হারাইল মূল ॥ ৩ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার ॥ তাল একতালা ॥

মনরে কালী কালী বলো ॥ ধ্রু ॥ দেহে পাপ পুণ্য, তারে করি শূন্য, গুণময় দেহ ছাড়িয়া চলো ॥ * ॥ অন্তরে অন্তরো, নহে সে তোমারো, তারে নিরন্তর, নয়নে দেখ। এই তো সমাধি, করো নিরবধি, অসিবে উপাধি, মায়ার ফল ॥ ১ ॥ নাম ধ্যান মন্ত্র, কালী নাম তন্ত্র, ভিন্ন ভাবে ভ্রান্ত, নিতান্ত যারা। নিষেধ বিধি দূর, হলে কালী পুর, নিকট হবে ভাই, সকালে চলো ॥ ২ ॥ হয়ে চৈতন্য, হবে দ্বৈত শূন্য, কালী নামের এই, আছেরে গুণ। রামচন্দ্র কয়, ইথে কি সংশয়, মানব দেহ জনম, সফল হইল ॥ ৩ ॥

মন যদি ভাবিবি কালী ॥ ধ্রু ॥ ভেঙ্গে যাবে বাসা, নাহি হবে আসা, আমার বাণী এই, যাবিরে ভুলি ॥ * ॥ ধরা শয্যাসন, দিগেরি বসন, নাগেরি ভূষণ, ছাই মাখিবি। গায় বাঘছালা, গলেহাড়মালা, ভালে শশী, জটায় গঙ্গা কেলি ॥১॥ হবে সর্ব্বনাশ, শ্মশানেতে বাস ঘরে২ মেগে, খেয়ে বেড়াবি ॥ বিষম পেটের জ্বালা খাবি ভাঙ্গ হালা, নাচিতে গাইতে, পড়িবি ঢলি ॥ ২ রামচন্দ্র গায়, অন্য চিন্তা যায়, আপন চিন্তায়, দেখে কালী ॥ নাহি কালাকাল, ভয়করে কাল, হাতে দেখে তা কপাল খুলি ॥ ৩ ॥

হৃদয়ে দেখরে কালী ॥ ধ্রু ॥ গেছে ভব ভয়, নাহিক সংশয় মিছা কেন আর, করো ব্যাকুলী ॥ * ॥ তোমার এই ঘটো মহামায়ার পটো, আচ্ছাদন ছিন্ন, তোমারে বলি। শ্রীনাথ করুণা, করিয়া জ্ঞানদা ঘুচাইয়াছেন দিয়া, পায়ের ধুলি। ১॥ ঘটের বাহির, নহে কালী স্থির, স্থির এই কথা, কয়েছেন শূলী॥ আগমের কথা গোপন সর্ব্বথা, স্বরূপ কুলেতে, আছে সে মেলী॥ ২॥ রামচন্দ্র কয়, চিদানন্দ ময়, সাত্ত্বিক প্রেম, ইহারে বলি॥ হলে স্থির তর, নাহি কোথাও ডর, সহজে সেখানে, যাবিরে চলি॥ ৩॥

বিষম সর্ব্বনাশি মেয়ে॥ ধ্রু॥ করি তারো আশ, শ্মশানে তে বাস, দিগম্বর বেড়ায় মেগে খেয়ে॥ * ॥ দেখি তারো কায, বেদে পেলে লাজ, গুণগায় তার, কুণ্ঠিত হয়ে॥ দর শন ছয়, পেলে তারা ভয়, স্থূল হৈল ভুল, গেলো ভুলিয়ে। ১॥ অঘটনায় করে, ঘটনা সঙ্গতি, সঙ্গতির গতি, দেয় ভুলিয়ে॥ প্রকাশিয়া মায়া, কুহকের ছায়া, সদাই থাকে তায়, পৃথক হয়ে॥ ২॥ রামচন্দ্র কয়, সেতো বিশ্বময়, সর্ব্বস্থানে রয়, কিন্তু লুকাইয়ে॥ ভোগায় পুণ্য পাপ, নাহি করে মাপ, বলায় দয়াময়ী, কঠিন হয়ে॥ ৩॥

রাগিণী সোহনী॥ তাল একতালা।

সামাল শ্যামা ডুবিল তরি। ধ্রু॥ ভব তরঙ্গের দেখি রঙ্গ

ভারি ॥ * ॥ কর্ম্ম বাতাস মায়া মেঘে সদাই পড়ে মোহ বারি। চঞ্চলা চপলা ভ্রমে, ঘনো ডাকে ঘটা করি ॥ ১ ॥ ভাঙ্গিল মাস্তুল মন সুকর্ম্ম বাদাম গেল পড়ি। তরী গরোক হয় আবর্ত্ত কামে, পাপের ভরায় হয়ে ভারি ॥ ২ ॥ জ্ঞান সূর্য্য অস্ত হৈল অজ্ঞান তিমির ঘেরি। একুল ওকূল দুকূল পাথার, হত হৈল বুদ্ধি দাড়ি ॥ ৩ ॥ ভেবে ধন্দ রামচন্দ্র, উপায় শূন্য হৈল তারি। করুণা লোঙ্গর কর তায়, কর্ণধার করুণা করি ॥ ৪ ॥

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না ॥ ধ্রুং ॥ ভাল পেয়েছোরে ভবে কাল বিছানা ॥ * ॥ পেয়েছ সুখ শর্ব্বরী জেনেছো কি ভোর হবে না। তোর কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফিরোনা ॥ ১ ॥ অসার চাদর দিয়াছ গায় মুখ ঢেকে তায় মুখ খোলানা। শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, ধোবার ঘরে তায় কাচোনা। ২ ॥ খেয়েছ বিষয় মদ সেমদের আর ঘোর ঘোচেনা দিবানিসি মুদে আঁখি, অলসে প্রকাশ পায় না ॥ ৩ ॥ অতি মন্দ রামচন্দ্র ঘুমাইয়া আসা পুরে না। তোর ঘুমে মহা ঘুম হইবে, ডাকিলে চেতন পাবে না ॥ ৪ ॥

রাগিণী সুরট জয়জয়ন্তী ॥ তাল ঝাঁপতাল ॥
ষট্‌চক্র বর্ণনা ॥

কালী কুণ্ডলী রূপা কাম পীঠান্তরে, বিহরে স্বয়ম্ভু নাম

লিঙ্গোপরি মুলাধারে ॥ ধ্রুং ॥ ত্রিগুণা সুসুম্না নাড়ী মেরু দণ্ডান্তরে, দক্ষে সব্যে বহি, পিঙ্গলা ঈড়া শিরে ॥ ধ্রুং॥ সুসুম্না অন্তরে বজ্রিণী শোভা করে, তন্মধ্যে চিত্রিণী ব্রহ্ম নাড়ী গর্ব্ভে ধরে, দ্বার ব্রহ্মাখ্য মুখে মোক্ষ পথ গোপিনী, সুপ্তা অহি রাজ রূপা, সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে॥ ১ ॥ বিশ তন্তু ময়ী রুচি কোটি সৌদামিনী, শ্বাস উচ্ছ্বাস ক্রমে জগত জীব ধারিণী, নিন্দি মত্তঅলি রব বৈখরী নাদিনী, কাব্য রস নব্য করি, নবধা সে ভেদ করে ॥ ২ ॥ আরক্ত কনকচল রূপ স্বয়ম্ভূ শিব, লিঙ্গরূপে পানকরে কুণ্ড গোলোদ্ভব, পূর্ণেন্দু বিম্বকরো সন্তান হাসী, কাশীপুর বাসী, বিলাসী ত্রিপুর পূরে ॥ ৩ ॥ পৃথ্বী বীজ মূর্ত্তি ধরি বসিয়া গজেন্দ্রোপরি, অঙ্কে বালার্ক রুচি ব্রহ্মা শিশু সৃষ্টি করী, কন্দর্প বায়ু সহ জীবেশ মায়ামোহ, যত্র কুল ভৈরবী, ডাকিনী বাস করে ॥৪॥ গলিত সৌবর্ণ রুচি মূল পঙ্কজ শোভা, তত্র বসন্ত চারি পত্রে রক্ত প্রভা, ভেদী ষট পদ্ম লয়ে হংসী হংসাগারে, ধন্যনর ধরণী তলে, ধ্যানে সঙ্গতি করে ॥ ৫॥ নাম স্বাধিষ্ঠানে আরক্ত মহোৎপলে, লাজে চপলা রুচি বল অন্তষড়দলে, অর্দ্ধেন্দু বংকারে বরুণ মকরাসনে, অঙ্কেবিষ্ণু স্তথা, রাকিনী সহ কারে ॥ ৬ ॥ ত্রিকোণ মণি পূরকে মেঘ রুচি পুষ্করে, দিশ দলে ডফ অন্ত নীল কান্তিধরে, রক্তাক্ত বহ্নি বীজ মূর্ত্তি ধরি

মেঘোপরি, লাকিনী ভৈরবী, বৃদ্ধ রূপ রুদ্র ঘরে ॥ ৭ ॥ বন্ধু জীব কান্তি ষট্ কোণ অনাহতে, দ্বি ষড়্দল মধ্যে কঠান্ত রক্তার্চ্চিতে, ধূমরুচি বায়ুবীজ কৃষ্ণ সারোপরি, ভৈরবী কাকিনী, বাণাখ্য লিঙ্গ পুরে ॥ ৮ ॥ পদ্ম বিশুদ্ধ নামু ধূম রুচি বিম্বাকারে, শোভে ষোড়শ দলে স্বর বর্ণ রক্তাকারে, হিমচ্ছায়া নাগোপরি বিষ্ণু আসন করি, অঙ্কে হর গৌরী, শাকিনী নারী অত্রপুরে ॥ ৯ ॥ দ্বিদলে হক্ষাক্ষরে আজ্ঞা পদ্মান্তরে, যোনি পীঠে সূক্ষ্ম শিব লিঙ্গ রূপাকারে, চন্দ্র বীজান্তরে পীযূষ সঞ্চরে, হাকিনী ভৈরবী, মনোহি ভ্রূমধ্য ঘরে ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রান্তরে সরসীরুহ সংপুটে, হলক্ষ অক থাদি সূর্য্যদলে হংস পীঠে, নাথ সহ রহসি কালী শাম রসানন্দভরে, সাধ্যনহে এইরূপে, চিন্তে রামচন্দ্র নরে ॥ ১১ ॥

রাগিণী সুরট ॥ তাল আড়া ॥

সকলি শ্যামা মা আমার, ইচ্ছায় পুরুষ হন করিতে বিহার ॥ ধ্রুং ॥ আগম নিগম উক্তি, নাহি তার দ্বিতীয় মূর্ত্তি, নামরূপ ভেদে স্ফুর্ত্তি, অনেক তাহার ॥ * ॥ ব্রহ্ম সনাতনী আদ্যা, আদি মহাকাল সাধ্যা, একধা দশধা মহাবিদ্যা নাম তার । নির্গুণা সগুণা বটে, প্রকৃতি পুরুষ বটে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ময়ী, আধেয় আধার ॥ ১ ॥ অখণ্ড মণ্ডলাকারে,

ব্যাপ্ত গুপ্ত চরাচরে, যে পদ দেখাইলা যারে, সেপদ দেখ তার। এইতো কহিলা বেদ, ইহাতে মূর্খের খেদ, জ্ঞানিির নাহিভেদ, কালী কালা তার ॥ ২ ॥ ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি, ভেদে হয় অবিদ্যা মূর্ত্তি, সেই ত্রিগুণ প্রসূতি, মায়ানাম তার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবময়, আদি নারায়ণ হয়, অংশী অংশ কলায়, সেতো নানা অবতার ॥ ৩ ॥ হইয়া কুণ্ডলী শক্তি, মূলাধারে করি স্থিতি, অজপায় ধারণ করেন, জীব নাম সার। রামচন্দ্রে করিদয়া, নাশমা অবিদ্যা মায়া দিয়া রাঙ্গা পদছায়া, দেখাও গোসহস্রার ॥ ৪ ॥

কালী কি সামান্যা মেয়ে, পঞ্চ প্রেতে প্রেতাসন রয় মাথায় করিয়ে ॥ ধ্রুং ॥ যার যন্ত্র সুধা সিন্ধু, আনন্দ তার এক বিন্দু, পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী শিব, গরল খাইয়ে ॥ * ॥ সুরপুর সন্নিধানে, কদম্ব কুসুম বনে, স্থান মণিদ্বীপনামে, চিন্তামণি গৃহে। শবাকার মহা মঞ্চে, পর শিব পরিজঙ্কে, বিহরে রহসি কালী, মুক্তকেশী হয়ে ॥ ১ ॥ শ্যামা মা মানস চরী, চিদ ঘনানন্দ লহরী, ঘটে২ বাসকরি, আপনি লুকায়। ভক্তে ধন্য নরে তারে, অন্যে কি লক্ষীতে পারে, ভাবে রামচন্দ্র, অন্ধ পথ হারায়ে ॥ ২ ॥

কি কায আর সাধনে, হৃদয়ে দেখরে কালী বল

বদনে ॥ ধ্রুং ॥ সাধনেরি বহু অঙ্গ, ত্যাগ করি সত সঙ্গ, প্রসঙ্গে কালীর গুণ, করো শ্রবণে ॥ * ॥ তীর্থাটন পরিশ্রম, কেবল মনেরি ভ্রম, সর্ব্বতীর্থ ফলকালী, পদতল ধাম। রাম চন্দ্রের অভিলাষ, হবে যদি কালিদাস, করো পদরজ আশ, বাসনা মনে ॥ ১ ॥

কিকাল ঘরে প্রবেশিল, ভাবিতে একাল গেল সেকাল আইল ॥ ধ্রুং ॥ কালীপদ না চিন্তিলেম্, কালের্ বশে কাল্ হারাইলেম্, ভালকাল পেয়েকাল, সকলি হরিল ॥ * ॥ কালে কাল লীন হবে, কালে সকলি নাশিবে, রবে মহা কাল কেবল, কালী পদাশ্রয়ে। কালীর করুণা বিনে, উপায় নাহিক আনে, রামচন্দ্র মিছা লুব্ধ, আশায় রহিল ॥ ১ ॥

রাগিণী মূলতান ॥ উক্ত তালেন গীয়তাং ॥

ভাবরে২ মন শ্রীনাথ চরণ, মুক্ত হবি এবার যদি এভব বন্ধন ॥ ধ্রুং ॥ তোমারে করিয়ে দয়া, সে দিয়াছে পদ ছায়া, অনিত্য বিষয় মায়া, কর কিকারণ ॥ ১ ॥ বিকায়েছ যার পায়, না দিলি দোহাই তায়, কি করিলি হায় হায়, ধিকরে জীবন ॥ ২ ॥ কহে রামচন্দ্র নর, গুরু পদাশ্রয় কর, কেন মায়াশ্রয়ে মর, না বুঝি কারণ ॥ ৩ ॥

চলোরে চলো যাই, মনো আনন্দ কানন ॥ ধ্রুং ॥ হংস পিঠে শ্রীনাথ পদ, করি দরশন ॥ * ॥ জ্যোতির্ম্ময় মহামম্য, নহে বেদ বিধিগম্য, চন্দ্রসূর্য্য গতি শূন্য, দহন পবন ॥ ১ ॥ পরম আনন্দ ধাম, ব্রহ্মানন্দ পরিণাম, নিবৃত্তি সকল কাম নাই জরা মরণ ॥ ২ ॥ কহে রামচন্দ্র ভাবি, পরম আনন্দ পাবি, নিত্য সুখে চলে যাবি, দেখি শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

ধনা শ্রীরাগিণ্যাং ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

ভাবরে পরমা পদ পরম আদরে। অন্তর্যাগে সাধ তারে ভাবেরো মন্দিরে ॥ ধ্রুং ॥ হৃদি পদ্মে ত্রিপঞ্চারে, সবাকারো শিরাধারে, মহাকাল উরে সেতো, গোপনে বিহরে ॥ * ॥ অমায়া অনহঙ্কার, অব্যগ্র অরাগ অমৎসর, অমদ অমোহ অলোভ অক্ষোভ অদ্বেষ আর। অহিংসা কুসুম সার, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, জ্ঞানদয়া ক্ষমা পঞ্চদশ, পুষ্প দ্বারে ॥ ১ ॥ হৃৎপদ্মে দিয়া আসন, সুস্বাগত বাক্য দান, সহস্রার চ্যুতামৃতে পাদ্যের বিধান। মনোঅর্ঘ্য নিবেদন, তত্ত্বামৃতে আচমন, স্নানীয় তাহাতে মধুপর্ক, ষোড়শারে ॥ ২ ॥ অম্বর২ দিয়া জ্ঞানভূষণে ভূষিয়া, গন্ধ গন্ধ তত্ত্ব চিত্ত পুষ্প প্রকল্পিয়া। পঞ্চ প্রাণো ধূপ কর, তেজদীপে ধ্বান্ত হর, অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা, বাজাবে তৎপরে ॥ ৩ ॥ সুধাম্বুধি সহস্রারে নৈবেদ্য

দিয়া তাহারে, কাম ক্রোধ অজা বাহ বলি কর তারে। শব্দ তত্ত্ব স্তুতি গীত, ইন্দ্রিয় কর্ম্ম তায় নৃত্য, ভাব ত্রয়ে পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় দিয়া তারে ॥ ৪ ॥ অকারাদি লকারেতে অনুলোম বিপরীতে, ক্ষকার সুমেরু করি গাঁথ কুণ্ডলীতে। বর্গাষ্টক অন্তাক্ষর অষ্টোত্তর শতবার, বর্ণমালা জপমন্ত্র, দিয়া তার অন্তরে ॥ ৫ ॥ জ্ঞানেতে চৈতন্য কর নাভিকুণ্ডে বৈশ্বানর, আত্মা বহ্নি ঐক্য ভাবে, মন শ্রুব কর। সমিধ তায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, হবি তায় সংকল্প কর্ম্ম, পূর্ণাহূতি দিবে মায়া, বহ্নি জায়া স্বরে ॥ ৬ ॥ দক্ষিণায় দক্ষিণা হবে যে কিছু সম্পদ রবে, পূজা সাঙ্গে এবার ভবে আরো না আসিবে। কহে রামচন্দ্র নর, সর্ব্বদা এই কর্ম্ম কর, সাধন কি কথার কথা, মুক্ত ভবান্তরে ॥ ৭ ॥

আছ শ্যামা মা আমার অনাহত ঘরে, দ্বাদশ দলেতে সদা কঠান্তে বিহরে ॥ ধ্রুং ॥ ঈড়া নাড়ী স্থিতা বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণ ধামে, সুসুম্নাত্রিগুণা মেরুর, অন্তর অন্তরে ॥ * ॥ ষট্ কোণ আকার তার বন্ধুক কুসুমাকার, যমিতি বায়ুবীজ তায় ধূম্রবর্ণ যার। বাণাখ্য শিবলিঙ্গ তায়, কনক রুচির কায়, কাকিনী চঞ্চলা রূপা, কৃষ্ণসারোপরে ॥ ১ ॥ মূলাধারে ত্রিকোণেন্তে বাসান্তে চারি দলেতে, লমিতি ধরাবীজ তায় নিন্দিয়া শোণিতে। নবীন সূর্য্যের অংশু, জিনিয়া পরম শিশু

ডাকিনী ভৈরবী শক্তি, গজোপরে ॥ ২ ॥ বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখে ত্রিকোণাখ্যে পুরে সুখে, বিলসে কন্দর্প বায়ু জীব যার সম্মুখে। স্বয়ম্ভু লিঙ্গ উপরে, বেষ্টিত ভুজঙ্গাকারে, বিহরে কুল কুণ্ডলী, ব্রহ্ম দ্বারোপরে ॥ ৩ ॥ অর্দ্ধ ইন্দু আকারেতে ধ্বজের মূল দেশেতে, বমিতি বরুণ জীব সিন্দূর মণ্ডিতে। ষড় দল বল অস্ত, মকরাসনে উপাস্ত, রাকিণী ভৈরবী সহ, ত্রিবেণীর তীরে ॥ ৪ ॥ নাভিমূলে ডফ অস্তে রমিতি বহ্নি বীজেতে, পূর্ণ মেঘছ্যুতি হরে, ত্রিকোণাকারেতে। বৃদ্ধ রুদ্ররূপী শিব, সিন্দূর বরণ রাগ, লাকিনী ভৈরবী সহ, মেঘের উপরে ॥ ৫ ॥ বিশুদ্ধে বর্ত্তুলাকারে ধূম্রাভা আকাশোপরে, রক্তবর্ণ সোণস্বরে আছো ষোড়শারে। বিষ্ণু শুক্লাম্বর ধারী, শাকিনী নামেতে নারী, কোলে দোলে হরগৌরী, নাগের উপরে ॥ ৬ ॥ অজ্ঞাচক্রে যোন্যাকারে হক্ষবর্ণ তদুপরে, ঠমিতি চন্দ্রবীজ তায় অমৃত সঞ্চারে। লিঙ্গরূপী শিবেমেলি, হাকিনী ভৈরবীর কেলি, সকল ইন্দ্রের রাজা, মনো বাস করে ॥ ৭ ॥ দ্বিদল উর্দ্ধে মহাশূন্য জ্যোতির্ম্ময় মহারম্য, পূর্ণ ভগবানের স্থিতি যে ভাবে সেধন্য। প্রণব সহ স্থির বায়ু, যোগী রাখে যোগে আয়ু, মহানাদ রূপী শিব, অর্দ্ধকায় ধরে ॥ ৮ ॥ অকথাদি ত্রিরেখাস্তে দ্বাদশ দলের অন্তে, পরম শিবের সহ মিলিয়া একান্তে। সহস্রারে আছ ঢাকা, ভাবিলে ভাবী পায় দেখা, রামচন্দ্র শিবের লেখা, বুঝিতে কি পারে ॥ ৯ ॥

আরে আমার মনরে কাচিন্তা তোমারে, দেখরে শ্রীনাথ পসারি তোমার ভবের বাজারে ॥ ধ্রুং ॥ শ্যামানাম চিন্তামণি, নাথ দিয়াছেন আপনি, অমূল্য রতন ধন,ব্যাপারের তরে ।*॥ ব্যাপারী যতেক আছে, বেচাকেনা তারি কাছে, দ্বিগুণ ব্যাপার করি, গোলমার হয়েছে । চিন্তামণি পুঁজি তব, ব্যাপারে সুগম শব, [illegible] ব্যাপার কর, আপনার ঘরে ॥ ১ ॥ হইয়া ব্যাপারী দড়, বুঝিয়া ব্যাপার কর, সম্ভাষিয়া সহা জনে, কেনো সওদা তার। লেনা দেনা সূক্ষ্ম কর, কমির আশা পরিহর, বাড়িবে পুঁজি তোমার, কহে রাম নরে ॥ ২ ॥

আরে আমার মনরে ভব পারাবারে, নিস্তার ঘাটে তরণী বান্ধা রয়েছেরে ॥ ধ্রুং ॥ শ্রীনাথ কাণ্ডারি যাতে, কিছু ভয় নাহিতাতে, করিয়া সাহস তাহে, চড়োগে সত্বরে ॥ * ॥ নিবৃত্তি নামেতে তরী, দুর্গমেতে চলে ভারি, নির্গুণেতে থাকে বান্ধা, শূন্য তাহে দাঁড়ি। মানস বাতাসে চলে ইচ্ছাময় পাল তোলে, কখনসে নাহি টলে, বিষম পাথারে ॥ ২ ॥ নাম রত্ন ধন কত, খাবি যতো পাবি তত, অতিদূরে যাবি কিন্তু, যেতে যাবি ত্বরা। যখন যথা আরাম, সেখানে পাবি বিশ্রাম, সর্ব্বদা তায় শুভক্রম, কহে রামনরে ॥ ২ ॥

গিরিরাজহে আনিতে উমারে, কে যাবে পাঠাব

কারে, কৈলাস শিখরে ॥ ধ্রুং ॥ শত পুত্র হৈল নষ্ট, মৈনাক সকল জ্যেষ্ঠ, অবশিষ্ট ছিল সেত, গত সিন্ধুনীরে ॥ ★ ॥ দেবর্ষি নারদ আসি, মম সন্নিধানে বসি, কহিল্য যেসব কথা কিকব তোমারে। ভিখারি দুহিতার পতি, সদাই তার অসঙ্গতি, লম্বোদর সেনাপতি, সুত যার ঘরে ॥ ১ ॥ গত নিশি অবসানে, উমারে দেখি স্বপনে, ডাকে মৃদুস্বরে আমায়, মা আছগো ঘরে। পিতা মাতা আছে যার, তারকি এই ব্যবহার, আপনি আসিতে নারি, লোক লজ্জা ডরে ॥ ২ ॥ শরদে শারদা বিনে, কিরূপে বুঝাব প্রাণে, কহ কহ গিরিবর, কে আছেহে ঘরে। বিশেষে মায়ের প্রাণ আশায়ে আছে ধারণ, অবশ্য আসিবেন উমা, সংবৎসর পরে ॥ ৩ ॥ বিষাদে বিষাদ করে, মেনকা না ধৈর্য্য ধরে, অচল সচল হয়ে চলিলা সত্বরে। কহে রামচন্দ্র দ্বিজ, তিলেক নাসহে ব্যাজ, যে জানে সে জানে দুর্গা, জাগে যার অন্তরে ॥ ৪ ॥

ওহে নগরাজ হে রহিতে নারিঘরে, শরদে শারদা বিনা হৃদয় বিদরে ॥ ধ্রুং ॥ আনছান্ করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী যেন, ব্যাকুলা অন্তরে ॥ ★ ॥ সবে মাত্র এক ধন, নয়নে নবীনাঞ্জন, অঞ্চলে রতন নিধি, বিধি দিল মোরে। কি বলিব বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুখ পারাবার সদা, উথলে অন্তরে ॥ ১ ॥ নারদে

বিনয় করি, কয়েছেন উমা আমারি, তনয়ার শুনি দুখ, নৈতে নাকি পারি। জনক ভূপতি যার, দুখিনী নন্দিনী তার, বন্ধু যার রত্নাকর, বাস হিমঘরে ॥ ২ ॥ শ্মশানে জামাতারঘর, ভস্ম ভূষা দিগম্বর, ভূত প্রেত পরিবার, শিরে গঙ্গাধরে। তনয়া রাজকুমারী, তার কি সম্ভবে নারী, শুনি আয় মাথায়, ভস্ম দিগম্বরী করে ॥ ৩ ॥ বন্ধুহীন কুলাচারে, কন্যা দিলাম অবিচারে, জামাতা মমতাশূন্য, ভুলিলা দুর্গারে। মেনকা বাৎসল্যে ভাবে, চলিলা হিম কৈলাসে, রামচন্দ্র ঐ আশে, ডাকয়ে দুর্গারে ॥ ৪ ॥

সিন্ধুরাগিণী ॥ তাল আড়া ॥

দুর্গাকি ভুলিলি মাগো আমারে এবার, উন্মাদিনী কান্দে রাণী, বলে অনিবার ॥ ধ্রুং ॥ স্বপনে কি জাগরণে, জাগে দুর্গা যার মনে, দুর্গা বিনা মনোদুঃখ, কে জানিবে তার ॥ ১ ॥ রাণী অনিমিখে চায়, কৈলাসের প্রতিধায়, শরদের দিন যায়, ভাবে বারবার ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র দীনে ভাবে, দুর্গাপদ রজ আশে, দুর্লভ মানব জন্ম, হইবেকি আর ॥ ৩ ॥

আসিতে বিলম্ব কেন হইল রাজার, কে যাবে আনিবে উমার শুভ সমাচার ॥ ধ্রুং ॥ শরদের দিনগত, মনেরে

বুঝাব কত, দুর্গাকে করিবে জ্ঞাত, যে দুখ আমার ॥ ১ ॥ দুখিনী জননী ব্যলে, দুর্গা যদি গেল ভুলে, মহেশ যে ভোলা ছেলে কি দোষ তাহার ॥২॥ গত প্রায় শরদ কাল, রামচন্দ্রের দিন গেল, দুর্গা যদি করো ছল, কে করে উদ্ধার ॥ ৩ ॥

ললিত রাগিণ্যাং ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

যাবহে নিশি প্রভাতে, হিমালয় এসেছেন আমায় লইতে ॥ ধ্রুং ॥ পতি আশুতোষ যার, দোষে গুণ তুল্য তার, তথাপি শ্রীমুখ আজ্ঞা, বিনাকি পারি যাইতে ॥ ॥ কি কব জননীর দুঃখ, বিধি তারে বৈমুখ, ছলে শতপুত্র তার, হরিল তাবত। মাবলিতে নাহি ঘরে, সে দুখ কহিব কারে, বিদরিয়া যায় হিয়া, মায়েরে মনে করিতে ॥ ১ ॥ আছে পিতা মাতা যার, সেজানে যন্ত্রণা তার, অনাদি পুরুষ তুমি, নাহিক তোমার। হত পুত্রা মম মাতা, তুমিত তারি জামাতা, এইত উচিত হয়, যাই চল দুজনাতে ॥ ২ ॥ পুরুষ রতন তুমি, তোমায় কি কব আমি, আমার যে দোষ গুণ, সকলি বিদিত। নিবেদন রাঙ্গাপায়, অবিলম্বে নিজালয়, অনুমতি কর হর, জনক ঘর যাইতে ॥ ৩ ॥ অনুমতি দিলা হর, যাইতে জনকঘর, আনন্দে আনন্দ ময়ীর, আনন্দ অন্তর। কহে রামচন্দ্র নর, বিলম্ব কি আছে আর, আর চলহে চল, দুর্গা লয়ে কৈলাস হইতে ॥ ৪ ॥

কালাংড়া রাগিণী ॥ তাল আড়া ॥

এসোগো এসোগো দুর্গা মঙ্গলা আমার, দুখ দূরেগেল হেরি বদন তোমার ॥ ধ্রুং ॥ তাপের তাপিত দেহ দহে নিরন্তর, শীতল করগো দুর্গা মাবলে একবার ॥ ✽ ॥ অনেক সাধের তুমি তোমার লাগিয়া, করেছি কঠোর তপ বিধি আরাধিয়া, কুলদ্বয়ানন্দকরী তুমি গো আমার, নয়ন পুথলি দুর্গা, প্রাণের আধার ॥ ১ ॥ সংবৎসর আছি আশা পথ নিরখিয়া, আজুসে পূরিল আশা ওমুখ চাহিয়া, উথলিল আনন্দের সুখ পারাবার, নাহি উপরম তার, বাড়ে অনিবার । ২॥ মঙ্গলারে মঙ্গলিয়া লয় শ্রীমন্দিরে, আনন্দের নাহিকওর হিমালয় পুরে, আনন্দময়ী নন্দিনী ভবনে যাহার, সকল সুখের নিধি, বিধি দিল তার ॥ ৩ ॥ সার্থক জীবন তার সেদেহ ধারণ, শরদে শারদা পদ করে আরাধন, কহে রামচন্দ্র দ্বিজ জন্ম নাহি তার, শিব উক্ত সেই মুক্ত, ঘুচিল সংসার ॥ ৪ ॥

বাগেশ্রী কানোড়া ॥ তাল মধ্যমান ॥

আজকি আনন্দ, গিরীন্দ্র, আনন্দময়ী ভবনে ॥ ধ্রুং ॥ সবদুখ দূরেগেল, বিধি নিধি মিলাইল, সৌভাগ্য উদয় হল, মঙ্গলার আগমনে ॥ ✽ ॥ শরদে শারদা ঈশা, প্রসন্ন যে

দশ দিশা, সুপ্রকাশ হয়েছে নিশা, স্বচ্ছন্দ হৃদয়। আনন্দ ময়ীরে হেরি, সব শোক পরিহরি, মহা সুখী নর নারী, সুবর্তন দরশনে ॥ ১ ॥ ভুবনে সৌভাগ্য যার, বিল্বদল সহকার, রক্ত জবা গঙ্গাবার, দিল শ্রীচরণে। সার্থক জীবন তার, মুক্ত ভব কারাগার, ভবে না আসিবে আর, কহে রামচন্দ্র দীনে ॥ ২ ॥

গিরি উমা সঙ্গে, প্রসঙ্গে, আনিলা ঘরে কার মেয়ে ॥ ধ্রুং ॥ সর্ব্বদেব তেজ দেহ, জটা জুট শিরোরুহ, আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে ॥ ❋ ॥ কনক চম্পক দামা, অতসী কুসুমোপমা, এই না কি সেই উমা, সংশয় আমার। উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হৈল, হিম গিরি সত্য বল, কর ছল পতি হয়ে ॥ ১ ॥ দেখি একি বিপরীত, পদে জম্ভাসুর সুত, তারে করে অস্ত্রাঘাত, উমা কি আমার। আর একি চমৎকার, পদে মহা সিংহ তার, সঙ্গে শূর পরি বার, এল দেব কন্যা লয়ে ॥ ২ ॥ রক্ত জবা বিল্বদলে, পূজে স্বর্গ মহীতলে, তারে গিরি কন্যা বলে, ভাব চমৎকার। দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুনহে নগেন্দ্র রাণী, এইত তব নন্দিনী, ভাবে লও সম্বরিয়ে ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

হেরিয়ে হরগো দুর্গা-দুর্গতি আমার, তুমি মহামায়া

তব মায়ায় রহে নিরন্তর ॥ ধ্রুং ॥ অনাদি কুকর্ম্ম যোগ, তাপত্রয় করি ভোগ, না হয় শান্তি ভব রোগ, মহিমা মায়ার ॥ * ॥ যদ্যপি অনাদি সিদ্ধ, জীব সে অবিদ্যাবাধ্য, নাহিক জীবের সাধ্য, করিতে উপায়। তোমার ইচ্ছা প্রবলা, সৎসঙ্গে হয় মেলা, সেইতো ভবের ভেলা, আশ্রয়ে উত্তীর্ণ কর ॥১॥ তুমি কর্ত্রী আমি দাস, কইতে হয় উপহাস, নিবেদনে নাহি ত্রাস, কলঙ্ক তোমার। রামচন্দ্র পশু নর, তারে অঙ্গী কার কর, দিয়ে দাস্য কর্ম্মে তার, তার আপন কিঙ্কর ॥ ২ ॥

রাগিণী সুরট ॥ তাল আড়া।

বল মা হরের ঘরে, কেমনে আছিলা দুর্গা কৈলাস শিখরে ॥ ধ্রুং ॥ জামাতার নাই ধন, ফণি মণি আভরণ, প্রতিদিন ভিক্ষাটন, কোচনী নগরে ॥ * ॥ বসন অভাবে হর, হয়েছেন দিগম্বর, কখনং পরে শার্দ্দূল অম্বর। চিতা ভস্ম কলেবরে, বিষ চিহ্ন কণ্ঠে ধরে, সপত্নী তোমার ভাবে, ধরিয়াছে শিরে ॥ ১ ॥ মেনকা বাৎসল্য জ্ঞানে, ব্রহ্মময়ী নাহি জানে, আপন কন্যা করি মানে, দুর্গারে নিশ্চয়। রাম চন্দ্র এই ভাষে, দুর্গা পদরজ আশে, জন্মেং দাসের বাসে, দেখা দিয় তারে ॥ ২ ॥

রাগিণী বারওয়াঁ ॥ তাল ঠুংরি ॥

যাবি কি ভবনদী পার, পামর মন আমাররে, নাই দুকূলে তরণী তার ॥ ধ্রুং ॥ নাহি তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গ, কাটে দুইধার ॥ * ॥ চৌদিগে গগন ঘটা, হয়েছে আমার, কর্ম্ম মন্দ রামচন্দ্র সন্ধ্যা হল তার ॥ ১ ॥

বিরাজে শ্যামা হৃদয়ে যার, শত দলেরে, কি কায আর সাধনে তার ॥ ধ্রুং ॥ সদানন্দে সদানন্দ ময়ীর বিহার ॥ * ॥ দ্বৈত শূন্যে চিন্তা শূন্য হয় নিরাকার, নাহি মানে ভুক্তি মুক্তি ভক্তি অঙ্গীকার ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মে কর্ম্মে নাহি করে পুরস্কার, রামচন্দ্র তারিসঙ্গে হবে মায়া পার ॥ ২ ॥

কালো রূপ নয়নেতে যার, লাগিলরে, গেছে ধরমা ধরম তার ॥ ধ্রুং ॥ অন্তর বাহিরে হরে মায়া অন্ধকার ॥ * ॥ ব্রহ্মানন্দ আদি সুখ নিছনী তাহার । দেখিয়া মাধুরী তারি মন ভুলে ভোলার ॥ ১ ॥ রামচন্দ্র কর্ম্ম বন্ধ জাবি মায়া পার, কেমনে অমূল্য নিধি দেখ অনিবার ॥ ২ ॥

রাগিণী ইমন্ ॥ তাল আড়া ॥

কালী এই কুজনে ভবে করগো নিস্তার । জননী আমার

তুমি আমিতো তোমার ॥ ব্রহ্মাণ্ডে অধমাধম, কে আছে গো মম সম, জন্মাবধি অপরাধী, কে লইবে ভার ॥ * ॥ কি করিতে কি করিলাম, কেনবা ভবে আইলাম, ক্ষণমাত্র না চিন্তিলাম, ও পদ তোমার। নিবৃত্তি করিতে আসা, সে আশায় বাড়িল আশা, ওপদ বিনা ভরসা, না দেখিগো আর ॥ ১ ॥ কুপুত্রে কখন মাতা, না করেন করুণান্যথা, লোক বেদ সিদ্ধ কথা, আছে গো প্রচার। পাদপদ্মে দিবা স্থান, পাবে রামচন্দ্র ত্রাণ, যখন হবে অবসান, প্রার্থনা তাহার। ২ ॥

মন পরমানন্দ হবিরে যদি, পরানন্দ ময়ী ভাবি নিরানন্দে হওরে বাদী ॥ ধ্রুং ॥ যোগারূঢ় যোগযুঞ্জ, কররে তাহারি সঙ্গ, জানিবি সকল রঙ্গ, কে আদি অনাদি ॥ * ॥ তুমিতো অনাদি সিদ্ধ, অনাদি অবিদ্যা বাধ্য, না করিলে সাধ্যারাধ্য, গতি নাহি আর। রামচন্দ্রের এই উপায়, সর্ব্বস্ব দক্ষিণা পায়, দিয়া কেবল ভাব তায়, আপনার হৃদি ॥ ১ ॥

আমি কি হেরিলাম শ্যামা দলিতাঞ্জনী, নয়ন নির্ম্মল করে মন রঞ্জিণী ॥ ধ্রুং ॥ কোটি শশিকান্তি মসী, সুস্থিরা চপলারাশি, দিগ্‌বাসী মুক্তকেশী, কে রূপসী শবাসনী ॥ * ॥

প্রফুল্ল নীলকমল, নয়ন ত্রয় নির্ম্মল, প্রভাত রবি মণ্ডল, অন্ত রে তাহার। কামের কার্ম্মুক লাজে, আকর্ণ ভ্রূযুগ রাজে, মনসিজে মোহে শিবে, চারু হাসিনী॥ ১॥ শ্রুতি মূলে শব শিশু, কপালে, অর্দ্ধ হিমাংশু, চরণকর নখরে পূর্ণেন্দু উদয়। সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ করে, বরাভয় মুণ্ড ধরে, নর শির হার উরে, নর কর কিঙ্কিণী॥২॥ শ্যামাপদ কোকনদ, ত্রিলোকের সম্পদ, নীলকণ্ঠ হৃদি হ্রদ, আধার তাঁহার। বিহরে আনন্দ ভরে, নিজতনু না সম্বরে, রামচন্দ্র চিন্তাগারে, রতিপতি বিড় ম্বিনী॥ ৩॥

আমি কি হেরিলাম শ্যামা দলিতাঞ্জনী, নয়ন নির্ম্মল করে মনোরঞ্জিণী॥ ধ্রুং॥ অসম্ভব ঘন ঘটা, লজ্জিত দামিনী ছটা, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেটা, কার রমণী॥ ❋॥ সুধাকর অর্দ্ধ ভালে, শব শিশু শ্রুতিমূলে, ন্যক্কৃত মকরাকৃতি, মণি কুণ্ডলে। বালার্ক নয়ন কোণে, হয়েছে আসব পানে, ভ্রূভঙ্গী ভঙ্গিমা অতি, নব রঙ্গিণী॥ ১॥ কুন্দ পুষ্প দর্প নাশে, হাসে দন্ত সুপ্র কাশে, খগপতি চঞ্চু আশা, নাসা বিনাশে। কেশর কুসুম প্রায়, বেসর দুলিছে তায়, ওষ্ঠ পক্ব বিম্ব হরে, মৃদুভা ষিণী॥ ২॥ বিগলিত কেশ জালে, পতিত চরণ তলে, মুক্তা মালা মুণ্ড মালা, লম্বিত গলে। নাশে দাড়িম্বের দন্ত, উচ্চ কুচ করি কুম্ভ, ত্রিবলী নাগিনী নাভি, সরোগামিনী॥ ৩॥

করি কর খর্ব্ব হরে, শোভা করে চারি করে, মুণ্ড চণ্ড বিম্ব অসি, চপলা আদরে। বরা ভয় করি করে, ডাকে সুরাসুর নরে, দিগবাসী কামহাসী, মনোমোহিনী ॥ ৪ ॥ কেশরি নিন্দিয়া কটি, শব কর পরিপাটী, রচিত কিঙ্কিণী বর, ভ্রমর বধূটী। নিতম্ব বিশাল তাল, হেরি ভুলে মহা কাল, জানুজঙ্ঘ কাম শঙ্খ, দম্ভ দলিনী ॥ ৫ ॥ নব ইন্দীবর পদ, পদতলে কোক নদ, নখরে লজ্জিত কোটি, চন্দ্রের সম্পদ। মরকত মণি কায়, নূপুরের ধ্বনি তায়, ভাগ্য মন্দ রামচন্দ্র, শ্রবণ বঞ্চিনী ॥ ৬ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ খয়রা তালেন গীয়তাং।

শ্যামা চরণ কেমনে পাবি মন, শিব শব হৃদে করিয়া শয়ন, যতনে করেছেন ধারণ ॥ ধ্রুং॥ সুসুম্না নাড়ীর অন্তর্গত, হৃদি সরোরুহে সঙ্গোপিত, নয়ন কমলে করি অর্চ্চিত, লয়েছেন্ ওপদে শরণ ॥ ১ ॥ অনন্ত অন্ত না পায় যার, শুনে ছরে সুরাসুর ব্যবহার, তুমি তুচ্ছ নর বিশেষে পামর, অশেষ প্রকারে কঠিন ॥ ২ ॥ সতত বিষয় চিন্তাতুর, অতি দীন হীন রামচন্দ্র নর, ভাবিয়া উপায় নাহিক তার, ভরসা শ্রীনাথের বচন ॥ ৩ ॥

নিবিড় ঘন ঘন দামিনী দম্ভ, হরে তা রুচি ষোড়শী

রূপসী, কে দেখেছ মেয়ে এমন ॥ ধ্রুং ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা চিকুর জালে, মুখ পূর্ণ ইন্দু আধ ইন্দু ভালে, শ্রুতি যুগ মূলে, শব শিশু দোলে, নয়নে উদয় অরুণ ॥ ১ ॥

মন কি ভ্রান্তি তোমার। মনরে জেনেছ জানিছ, তথাপি ভাবিছ এমন কি সুখ আর ॥ ধ্রুং ॥ ধন জন পদ শূন্য হইলা, তথাপি বিষয় সুখ নাহি পাশরিলা, মুদিলে দুই আঁখি, সকলি যে ফাঁকি, তোমার কে তুমি বা কার ॥ ১ ॥ বেদের প্রমাণ তারে নামানিলা, শতসঙ্গে কত দেখিলা শুনিলা, যে বস্তু অনিত্য তারে মান নিত্য, জানিলা আমি আমার ॥ ২ ॥ আইলা বা কোথা যাইবিরে কোথা, রাম চন্দ্র তাহে না পাইলি ব্যথা, আজন্ম ভাবিলা কি লাভ করিলা, না ভাবিলা পদ তার। ৩ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ ধিমা তেতালা তালেন গীয়তাং ॥

নাচে দিগম্বরী, শবাসনে, আসব পানে, তনু মনো মুগ্ধা ইল হেরি নয়নে ॥ * ॥ রুণু ঝনু সুমধুর, ঝঙ্কারিছে মধুকর, বাজিছে নূপুর তার, ও রাঙ্গা চরণে ॥ * ॥ সুখের নাহিক ওর, শিবাগণ ডাকেঘোর, গরবেতে ঢরঢর আনন্দ ভরে। দুলিছে কুণ্ডল ভার, ঢাকা শিব শবোপর, কে বুঝিবে ভাব

তার, সাধক বিনে ॥ ১ ॥ অর্দ্ধ শশী শোভে ভালে, শব শিশু শ্রুতিমূলে, বরাভয় করা অসি, করা করালে। নরশির মুক্তা মালা, বক্ষরুহ করে আলা, বদন চাঁদের মালা, মেঘ বরণে ॥ ২ ॥ ষোড়শী বয়সী রামা, ত্রিলোকের মনোরমা, ভুবনেশী গুণধামা, দক্ষিণা নামা। ওপদ পঙ্কজ রজ, ত্রিলোকের বৈভব, রামচন্দ্র অনুভব, এইসে মানে ॥ ৩ ॥

হেরি নবজলধর বরণী নয়নে, যে পদপঙ্কজ ভব তরঙ্গ তরণী ॥ ধ্রুং ॥ হৃদয় পঙ্কজ মাজে, দিগম্বরী হয়ে নাচে, সুমন্দ মধুর হাসে, মৃদুভাষিণী ॥ * ॥ কুটিল কুন্তল জাল, শোভিত মুকুতামাল, নব অবদাঘ যেন, চুম্বে ধরণী ॥*॥ কটিতটে নরকর, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধার, নবঘন মাজে যেন স্থির দামিনী ॥ ১ ॥ রবি শশী হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন, বদন পঙ্কজে যেন, ফিরে অলিনী ॥ * ॥ গগণ ত্যজিয়া বিধু, সুধাধিক পিয়ে মধু, হয়ে দশ নখ বামার, নখর মণি ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র এই ভাষে, সদামমো অভিলাসে, দিবানিশি সুপ্রকাশে, জলদ বরণী ॥*॥ হেরে যে জন শ্যামারূপ, সেই জানে কিতার সুখ, মনে কি হয় অন্যালাপ, এই সে মানি ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

শ্যামা গুণ ধামা অনুপমা, হেরি শিবের নয়ন ভুলিলো ॥

ধ্রুং ॥ অকলঙ্ক শশধর, ঢাকা যেন জলধর, সৌদামিনী অভি মানী, হয়ে লুকাইল ॥ ১ ॥ সুধা আশে চকোরিণী, পিপাসায় চাতকিনী, নীল নলিনী ভ্রমে, ভ্রমরী ভুলায় ॥ * ॥ মহা মেঘ ঘটা ভ্রমে, বক শ্রেণী উড়ে ব্যোমে, নাচে শিখী হয়ে সুখী ভূধর মানিল ॥ ২ ॥ চরণে নূপুর ধ্বনি, মরালের রব মানি, মরালিনী মত্ত হয়ে, যুথে২ ধায় ॥*॥ অনুভাবি পঞ্চশর, ডাকে পিক সুমধুর, মনসিজ পেয়ে লাজ, বসন্তে মাতিল ॥ ৩ ॥ ভূবনে উপমা হীন, কে বর্ণিবে শ্যামাগুণ, বেদের হয়েছে ভ্রম, শিবেরে ভূলায় ॥ * ॥ কহে রামচন্দ্র নরে, নবরস এক স্বরে, সুস্থির নহে অন্তরে, অসাধ্য হইল ॥ ৪ ॥

কি বামা মনোরমা শ্যামা। ভুবনেশী ভূবন ভুলাইলে ॥ ধ্রুং ॥ অখিল রসের নিধি, সকল সুখের অবধি, বৈদগধি গুণনিধি, গুণেতে বান্ধিলে ॥১॥ জননী হইয়া পালে, কুমারী হইয়া ছলে, কামিনী হইয়া কামে, সকলি ভূলায় ॥ * ॥ কার সে সুসাধ্য বটে, কে এড়াবে তার নিকটে, গুণ হীনা সে সগুণা, সকলি সকলে ॥ ২ ॥ দীন রামচন্দ্র ভাষে, শ্যামাপদ রজ আশে হয়েছে শঙ্কর যোগী, অভিলাসে যার ॥ * ॥ অনন্ত না পায় অন্ত, বেদ বিধি হৈল ভ্রান্ত, কিমপর সুরনর, পাবে কি ভাবিলে ॥ ২ ॥

হাম্বির রাগেণ ॥ হরিতালেন গীয়তাং ॥

দেখরে শ্রীকৈলাস ধামাধীশ্বরী, শবাসনে মহাকালে কালী ॥ ধ্রুং ॥ মহাপীঠে ত্রিপঞ্চারে, রত্ন বেদীর অন্তরে, ভয়ানক গভীরে, ডাকে শৃগালী ॥ * ॥ অঙ্ঘ্রিযুগ রক্তোৎপল নখরে বিধু মণ্ডল, সুধা আশে ভক্ত মন, হয়েছে চকোর ॥*॥ শ্রীচরণে মণিময় নূপুর বাজে। যেন সুমধুর রব, করিছে মরালী ॥ ১ ॥ বামে অসি মুণ্ড করা, দক্ষে অভয় বরা, বদনে আসব ধারা, মুণ্ডমালী ॥ * ॥ কাদম্বিনী সৌদামিনী, লাজে সুধাংশুর খনি, অদ্ভুত সুচিত্রিত, চন্দ্রার্দ্ধ কপালী ॥২॥ গলিত চিকুর ভারে, রাকা ঢাকা মেঘান্তরে, গরবেতে ঢরো ঢরো আনন্দ ভরে ॥ * ॥ শিশু ভানু ত্রিনয়নে, শব শিশু কাণে, মনঃ ভুলাইলে শিবের রামের, নয়ন পুথলী ॥ ৩ ॥

ছায়ানট্ রাগিণ্যাং। উক্ত তালেন গীয়তে।

শ্যামা মায়ের দরবার এবার প্রবেশ হওয়া ভার ॥ ধ্রুং ॥ দরবানি শিবা যার, কেবা শুনে কথা কার, দেওয়ান যেজন সেজন দিওয়ানার্ আকার ॥ ১ ॥ মহা শ্মশানেতে ঘর, তথা যাইতে লাগে ডর, নেঙ্গটা মেয়ে নেঙ্গটা সঙ্গী, বিষম ব্যব হার ॥ * ॥ মাথায় জটা ঘন দাড়ি, ভূত প্রেত হুড়াহুড়ি, ছাই

মাথা মড়ার খুলি, মুখে সুধা ধার ॥ ৩ ॥ কাণে জবা এলো চুল, রক্ত আঁখি ঢুলু ঢুল, ববম্ ববম্ করে তুল, অদ্বৈত আচার ॥ * ॥ কালীদাসের হৈতে দাস, রামচন্দ্রের অভি লাস, না ঘুচিল মনের ত্রাস, দুকুল আঁধার ॥ ৫ ॥

উক্ত রাগেণ। জলদ তেতালা তালেন গীয়তে।

কালীকুলাও গো এবার। আমার মনের অনুসার ॥ ধ্রুং ॥ তব পদে রতি মতি, হয়েছে তার অসঙ্গতি, করিতে চাই সুস ঙ্গতি, নামিলে উদ্ধার ॥ * ॥ দরিদ্র করিলে ঋণ, দিতে না পারে কখন, মিছাসে করে যতন, চেষ্টা মাত্র সার ॥ ২ ॥ দেখি য়া দারিদ্র দোষে, কেহনা সম্ভাষে দাসে, রামচন্দ্র এই ভাষে, জমা শূন্য যার ॥ ৩ ॥

ঘুমে হইলি বিভোর, তোর ঘরে কাল চোর ॥ ধ্রুং ॥ এনিদ্রা স্বাধীন তোর, জাগিলে জাগিতে পার, ঘটাবে সে মহা নিদ্রা, নাহি হবে ভোর ॥ ১ ॥ চৌর সঙ্গে ঘুমাও ঘরে, নাহিক ভয় অন্তরে, করিলে চৌরেতে চুরি, কেকরিবে সোর ॥ ২ ॥ কি সাহসে করি ভর, উপায় নাহিক তার, রাম চন্দ্রের ঘটান্তরে, থাকিল এ ঘোর ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ হরিতালেন গীয়তে ॥

হবে আর কত দূর কালীপুর, শ্রীনাথ ঠাকুর ॥ ধ্রুং ॥ দিন মণি হলো অস্ত, রাত্রিযোগে আছি ব্যস্ত, নিদ্রাভাবে কুণ্ডলিনী, অলস প্রচুর ॥ ১ ॥ চলিতে না পারি আমি, এদেহের দেহী তুমি, বামে রাখি মায়াপথ, দেখাও ব্রহ্মপুর ॥ ২ ॥ সম্বল হইল হীন, চঞ্চল চরিত্র মন, প্রপন্ন শ্রীরামচন্দ্র, সহজে অতুর ॥ ৩ ॥

কানোড়া রাগিণ্যাং ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

কালী হৃদয় মন্দিরে । আমার মানসে বিহরে ॥ ধ্রুং ॥ নাচিছে আনন্দ ভরে মহা কালউরে, চরণে নূপুর বাজে ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥ * ॥ কুঞ্চিত চমরী কেশে অর্দ্ধ শশী ভালে । অট্টহাসী মৃদুভাষী হরমনো হরে ॥ ১ ॥ নীল নলিনী ইব রজত শিখর, আপন ইচ্ছায় দোলে আপনা সম্বরে ॥ * ॥ অনুপম শ্যামারূপ তনুমনো হরে, রামচন্দ্র অনাহতে দেখে সহস্রারে ॥ ৩ ॥

কালী সকলে সকলি ॥ ধ্রুং ॥ যে জন জানে সে কপালী ॥ * ॥ জীবাত্মা পরমাত্মা সেই চরাচর ভূতে, মায়াতে মাতিয়া

মাতি, আপনি হয় মাতালী ॥ ১ ॥ নিরাকারা সাকারা সে দ্বৈতাদ্বৈত রূপে, ভাবনা ভেদেতে শিব, রামকৃষ্ণ কালী ॥ ২ ॥ ভাবিলে নিকট ভাবে অভাবে বৈতালী, রামচন্দ্রের্ নয়ন্ পথে, কোথায়ে লুকালী ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

আয়্রে ভাবিরে মনঃ ভজনে বসিয়া ॥ ধ্রুং ॥ করিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমায় আমি জিজ্ঞাসিয়া ॥*॥ দশেন্দ্রিয় কর্ত্তা তুমি নব দ্বার পূরে, সকলি অধীন তোমার, আছি তব বাধ্য হইয়া ॥*॥ সুমেরু বাম দক্ষিণে ঈড়া আর পিঙ্গলা, অন্তরে সুসুম্না নাড়ী বজ্রিণী প্রবলা ॥ * ॥ চিত্রিণীতে গাঁথা পদ্ম ব্রহ্মনাড়ী মুলে, সুয়ে আছে কুণ্ডলিনী, তার মুখে মুখ দিয়া ॥ ১ ॥ মুলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর দিয়া, অনাহত বিশুদ্ধাখ্য ক্রমেতে ভেদিয়া ॥ *॥ আজ্ঞা চক্র তবস্থান ছাড়ি মহাকাশে, হংস পীঠে নামে পদ, সেবিব আজ্ঞা লইয়া ॥ ২ ॥ হরে জন্ম মৃত্যু জরা যে ধাম পাইয়া, সগুণ নির্গুণ হয়্যো ত্রিতাপ নাশিয়া ॥ * ॥ রামচন্দ্র মনঃভাব ক্রিয়া শূন্য হইয়া, এইত যোগিরো যোগ, সঙ্গতি করিয়া ॥ ৩ ॥

বাগেশ্রী কানোড়া রাগেণ ।। উক্ত তালেন গীয়তাং ।।

সাধন কঠিন মনঃ দেখরে ভাবিয়া ।।ধ্রুং।। নাল ভয়ে কথার কথায় মায়াতে থাকিয়া ।। * ।। স্বগুণ স্বভাব জীব বর্ণাশ্রমে থাকিয়া। লক্ষিতে না পারে পথে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া ।। * ।। রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পঞ্চ নিয়া। পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব ক্রমেতে ভেদিয়া। এইতো মায়িক দেহ্ ধারণ করিয়া। আছ যে বাসনা ময় কোষেতে বসিয়া ।। ১।। অনাদি অবিদ্যা গুণ বিচিত্র দেখিয়া। চিদানন্দ কনা জীব গেল সে ভূলিয়া। হয়ে পর তত্ত্ব সুখ আসে দুঃখ ভুঞ্জিয়া। জেন আম্র ফলে আশা পনশ রূপিয়া ।। ২ ।। যেমন কুলটা নারী কুলেতে থাকিয়া। পর পতি সেবে পতি বঞ্চনা করিয়া। বিষয়েতে পরমার্থ সে রূপে ভাবিয়া। ধরিবা আকাশচন্দ্র রামচন্দ্র বামন্ হইয়া ।।৩।।

কানোড়া বাহার রাগেণ ।। খয়রা তালেন গীয়তে ।।

আরে মনঃ তারে ভাবনা নলনা, অন্তরে হৃদয় আলাকরি শ্যাম সুন্দরী শবোপরি দিক বসনা ।। ধ্রুং।। ধর্ম্মাধর্ম্ম পরি হরি কর ওপদে সতত বাসনা ।। * ।। মনতরী তবে ভবে যদি স্থির কর এই মন্ত্রণা ।। ১ ।। শুন২ যুক্তি পঞ্চ বিধা মুক্তি, শ্যামা পদে ভক্তি বঞ্চনা ।। * ।। এই নিবেদন মনঃ যেন রামচন্দ্রে এবার ভূলাও না ।। ২ ।।

আরে মন্‌রে কি অঙ্গনা নগনা, সুন্দরী নীল নলিনী সঘনে দামিনী সুধাকর বর রঞ্জনা ॥ ধ্রুং ॥ তিমিরে তিমির, করিতেছে দূর, করে কর করে বঞ্চনা ॥ ✽॥ মনোধিক তোমায় তুমি জ্ঞান নেত্রে, তারে দেখ না ॥ ১ ॥ নয়নের্‌ অঞ্জন, মনেরি রঞ্জন, শীতল হবে দেহ যন্ত্রণা ॥ ✽ ॥ ভাবিয়া এইবার, রামচন্দ্রের ঘুচায়, ভব যাতনা ॥ ২ ॥

বাগে শ্রীকানোড়া রাগেণ ॥ মধ্যমান্‌ তালেন গীয়তে ॥

কররে সুসঙ্গে প্রসঙ্গ, কালীপদ লাভ কথা ॥ ধ্রু ॥ উদয় হবে ভকতি, ইষ্ট পদে দৃঢ় রতি, দূরে যাবে দুর্ম্মতি, যতন কর সর্ব্বথা ॥ ✽ ॥ পরসে পরস মণি, লৌহ কাঞ্চন গণি, সত সঙ্গের এই ফল, হবে কি অন্যথা ॥ ১ ॥ বিষয় বাসনা যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে, রামচন্দ্র মুক্ত হবে, অনায়াসে যাবি তথা ॥ ২ ॥

মদন তরঙ্গে উলঙ্গে নাচে শিব সবে বামা ॥ ধ্রু ॥ চঞ্চলা সুস্থিরা গতি, মহা মেঘ প্রভাতথি, হরে সুধাকর দ্যুতি, ওরূপ মাধুরী সীমা ॥ ✽ ॥ গলিত চিকুরে ঢাকা, ভালে অর্দ্ধ শশী রেখা, নয়ানে অম্বুজ সখা, উদয় ক্যরেছে। দশনে রসনা ধরা, অবতংশ শিশু মরা, বদনে সুধার ধারা, শব কর কাঞ্চী

দামা ॥ ১ ॥ সদ্য ছিন্ন শির ধরা, তীক্ষ্ণ অসি অভয় বরা, মুক্তা করা মুণ্ড হারা, আনন্দে দুলিছে॥ ॥ রক্ত জবা পদে লাজে, মণিময় নুপুর বাজে, নাম হৃদি সরো সীজে, বিরাজে দক্ষিণা নামা ॥ ২ ॥

রাগিনী কানোড়া ॥ তাল জলদ তেতালা ॥

অন্তরে অন্তর কালী নিরন্তর ভারে দেখ, অন্তর্যাগে যাগী ভাবি পাবিরে পরম সুখ ॥ ধ্রুং ॥ বাক্য মনঃ অগোচরা বলে তারা শূন্যে থাক, সে কথা নাথের কথায় তুমিত মাথায় রাখ॥ ॥ মন্ত্রাথ ধ্যান গোচরা মূর্ত্তিময়ী সে সাকারা, তারে বলে নিরাকারা, একি বিড়ম্বনা। জ্ঞান চক্ষু অন্ধ জার, বলে ব্রহ্ম নিরাকার, এইতো সিদ্ধান্ত তার, সেতো কালী, বহি মুখ॥ ১ ॥ তত্ত্ব মসি মহাবাক্য, ব্রহ্ম জীবে বলে ঐক্য, তাহে হয় পূর্ব্ব পক্ষ, উপাধি মায়ার ॥ ॥ সোহং বলে মায়া দাস, না হতে উপাধি নাশ, লোকে করে উপহাস, লাজ নাই সে, দেখায় মুখ ॥ ২ ॥ যথা ব্রীহি তুসে বাস, নাহি নাসে অষ্ট শাশ, কভু ব্রহ্ম কভূ দাস, ম্লেচ্ছের আকার॥ ॥ মৃত্যুঞ্জয় যার দাস, সে কালী হইতে আস, একি কথা সর্ব্বনাস, কারে কব মনোদুঃখ ॥ ৩ ॥ সুসিদ্ধ সাধক সঙ্গ, পরমার্থ রস রঙ্গ, করি কর সুপ্রসঙ্গ, সন্দেহ নিরাস ॥ ॥ অবিদ্যা সুবিদ্যা

হবে, কে তুমি জানিতে পাবে, রামচন্দ্র হবি তবে, কালী পদে উন্ মুখ ॥ ৪ ॥

শিব আরাধিতা কালী পদ কর আশা ॥ধ্রুং॥ আজন্ম মায়ার ঘরে যতনে করিনু বাসা ॥ * ॥ অনাদি কুকর্ম্ম যোগ, জন্মিল তোর ভব রোগ, পাপ পুণ্য করি ভোগ, অখণ্ড হয়েছে দশা ॥ ১ ॥ জ্ঞান শূন্য ব্রহ্মজ্ঞানী, ধ্যান শূন্য তথা ধ্যানী, অলসে না হলি কর্ম্মী, নিষ্কর্ম্মীর প্রায় ॥ * ॥ নাহিক ভক্তির লেস, মুক্তি পথে সদা দ্বেষ, তুমিত পাপীর শেষ, হলি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশা ॥ ২ ॥ সত সঙ্গে নাহি রাগ, অসৎ সঙ্গে অনুরাগ, অসত্যে হয় সত্য ভাব, সত্যে নাস্তিকতা ॥*॥ এই অনুমান কর, নাহি হবে জন্মান্তর, নর হয়ে হলি খর, রামচন্দ্রের এই ভাষা ॥ ২ ॥

বেহাগ রাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

ঘন২ ঘটা ছটা স্থির দামিনী, কামিনী কামান্তে উরে ॥ ধ্রুং ॥ হেরি নখচন্দ্র শোভা, লজ্জিত চন্দ্রের প্রভা, লুকাইল অরুণ আভা, পাদপদ্ম তলে ডরে ॥ * ॥ নীলকমল বলি, মকরন্দ আশে অলি, ঝঙ্কারে করিছে কেলি, পদতলে তার। রজত শিখর পরে, মহামেঘ প্রভা হরে, হেরিলে চাতক উড়ে, নাচে ময়ূরি ময়ূরে ॥ ১ ॥ মুক্তকেশী কেশে ঢাকা, মুখ

অকলঙ্ক রাকা, বিচিত্র কি চন্দ্ররেখা, কপালে তাহার ॥ * ॥ উদয় মিহিরা রুণ, সুপ্রকাশ ত্রিনয়ণ, নাশায় মণি রতন, বেশরে চপলা ঝরে ॥ ২ ॥ করবাল মুণ্ডকরা, সব্য দক্ষে অভয় বরা, কর্ণে শোভে শিশু মরা, শিরোহার উরে ॥ * ॥ করের মেখলা পরী, দন্তাগ্রে রসনা ধরি, অনুপমাকেসুন্দরী হাসিতে,অমিয়া ক্ষরে ॥ ৩ ॥ মহা শ্মশানে বিহরে, মহাযন্ত্রে ত্রিপঞ্চারে, দিগম্বরী দিগম্বরে, আনন্দে বিহরে ॥*॥ শিবারব ঘন ঘোর, সুখের নাহিক ওর, রামচন্দ্র তনুতোর, দক্ষিণায় দক্ষিণাদেরে ॥ ৪ ॥

রতিরস রঙ্গিনী হর হৃদয়ে, বিহরে হৃদয়াম্বুজে ॥ ধ্রুং ॥ জলদে তড়িত মাখা, তাহে মিসাইয়া রাকা, তেজোময়ী তেজে ঢাকা, আপন সুখে সে বিরাজে ॥ * ॥ বাক্য মনের নাহি গতি, অব্যক্তা অচিন্ত শক্তি, যার যেমন বুদ্ধি গতি, ভাবে তেমনী ॥ * ॥ মন্ত্র অর্থ ধ্যানাভাষে, চিদানন্দ ময় কোষে, জ্ঞান নেত্রে সুপ্রকাশে, ধন্য নরে তারে ভজে ॥ ১ ॥ ভাবনায় ভাবনা হরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, মনোনেত্রে নাহি ফেরে, রূপ হেরি তার ॥ * ॥ দেখি শ্যামাপদ দ্বন্দ, উদয় পরমানন্দ, শূন্য হয় কামগন্ধ, কহে রামচন্দ্র দ্বিজে ॥ ২ ॥

কুরু কুরুণা ময়ী কিঙ্করে করুণাবলোকন ॥ ধ্রুং ॥ হয়ে

আশুতোষ দারা, ধরেছ বাপের ধারা, একি বিপরীত তারা, লুকাইলা, করুণা ধন ॥ * ॥ রামচন্দ্র অকিঞ্চন, সাধন স্মরণ হীন, কিরূপে পাইবে ত্রাণ, নাহিক উপায় ॥ * ॥ অক্ষম হই য়াছি ভবে, গতি হীনের কি হইবে, বঞ্চনা করিলে শিবে, দাড়াইতে নাহি স্থান ॥ ১ ॥

বেহাগ রাগিণ্যাং ॥ হরিতালেন গীয়তে ॥

ঘরে কালী তোর, হের মহাকালে বসিয়া ॥ ধ্রুং ॥ তীর্থা টন উচ্চাটন মনো ধৈর্য্য ধরিয়া, হর মৃগতৃষ্ণা শতসঙ্গে আগে করিয়া ॥ * ॥ অহঙ্কার কন্যা মায়া, তনয়া প্রবৃত্তি জায়া, ঘরে আছে তোর, সন্তান লইয়া ॥ * ॥ পুণ্য পাপ নাম তার, মায়ে ছায়ে দূর কর, যষ্টি কালী নাম করে, করি দেও তাড়িয়া ॥ ১॥ ধন্যাচিৎ শক্তি তনয়া, নিবৃত্তি নামেতে জায়া, জ্ঞান বিজ্ঞান তনয়, কোলে করিয়া ॥ * ॥ আনিয়া ভাবের ঘরে, রামচন্দ্র যত্ন ক্যরে, সোদর বিবেক তার, সঙ্গের সঙ্গী হইয়া ॥ ২ ॥

সকল অবসর হওরে তনু মনঃ সঁপিয়া ॥ ধ্রুং ॥ যাবেরে যখন প্রাণ তনু গড় ভাঙ্গিয়া। দিবেরে তখনি মন্ত্রণা ভব ভূলিয়া॥ * ॥ হবি যখন ঘটান্তর, সেকালে বিপদ ঘোর, স্বাভাবিক আপন, ভাব ভুবিয়া ॥ * ॥ প্রাক্তন কর্ম্মের ফল,

উদয় হবে সকল, ভাবিবি কি কালী, কাল ভয়ে ভয় পাইয়া ॥ ১॥ রামচন্দ্র জ্ঞান হীন, কেমনে সে দীনের দীন, মুক্ত হবে একারণ, দেহে থাকিয়া ॥ ❋॥ অতএব বলি মনঃ এশরীরে সে সাধন, কালী কালী বলিও, কালীর পদ ভাবিয়া ॥ ২ ॥

আনন্দময়ী নিরানন্দ দূর করো গো ॥ ধ্রু ॥ চিদানন্দ ময় কর, সকল সংশয় হর, অন্তর বাহিরে অভেদ, রূপ হও গো ॥ ❋ ॥ মূলাধার সহস্রার ভাবে এক ঘর কর, জ্ঞানেরে বিজ্ঞান ধামে লইয়া ॥ ❋ ॥ ষটচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের ক্ষেদ, মিলাও হংস হংসী, দশ শত দলে রও গো ॥ ১ ॥ তত্ত্বমসি মহা বাক্য, তার ফলে হও ঐক্য, শক্যার্থে লক্ষণা দূরে করিয়া ॥❋॥ সত্য আর বিজ্ঞান আনন্দ, ঘুচাও গো তাহার দ্বন্দ, রামচন্দ্র নাম এই, উপাধী তার হর গো ॥ ২ ॥

ভৈরব রাগেন ॥ একতালা তালেন গায়তে ॥

মনো মতের সমাজে আমি শুনেছি সিদ্ধান্ত কথা ॥ ধ্রু ॥ অভাবের স্বভাব, না হয় নিত্য ভাব, ভাবের ভাব, সেকি হয় অন্যথা ॥ ❋ ॥ হইলে সুবিদ্যা, জানে মহাবিদ্যা, নতুবা অবি দ্যায়,প্রমাদ ঘটে ॥ ❋ ॥ অস্তি নাস্তি জ্ঞানে, শূন্য তত্ত্বজ্ঞানে,

যারে তারে ব্রহ্ম মানে সর্ব্বথা ॥ ১ ॥ আগম নিগম, না হয় সুগম, দুর্গম তাহারি বিচার কথা ॥ * ॥ নাহি অধ্যয়ন ব্রহ্ম নিরূপণ, করিতে চায়, খেয়ে লাজের মাথা ॥ ২ ॥ যে মানে অদ্বৈত, সে নহে অদ্বৈত, না হয় সঙ্গত, তাহারি কথা ॥ * ॥ সগুণ নির্গুণ, না হয় কখন, রামচন্দ্র মনঃগত এই ব্যথা ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড শ্রীভবাণী বিষয়ক
গীতাবলী সমাপ্তাঃ ॥

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণস্য রাসলীলা বর্ণনা পদাবলী॥

হাম্বির রাগিণ্যাং। খয়রা তালেন গীয়তাং॥

মাইরি গৌরচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র উদয় ভকত কে সমাজ, রাজত সব লাজত, অবকোটি মদন॥ ধ্রুং॥ করুণা কিরণ করি বিথার। নাশত হৃদি অন্ধকার। বরিখত হরনামামৃত, তাপ ত্রয় ভব খণ্ডিত। গত অদ্ভুত রাকাপত পতিত চরণ॥ ১॥ প্রেম ভকতি নির্ম্মল যশঃ।।বস্তারিত কিয়ে দশ দিশ। শীতল গুণে জগদানন্দ, তাপিত রহে রামচন্দ্র, পতিতনকে রাজা সোই লোচন হীন॥ ২॥

উত্‌কণ্ঠিতা॥

মাইরি শরদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ, পূরণ মণ্ডরি ভেয়ী শোভা, সুখ সিন্ধু সিন্ধু তনয়া মুখ॥ ধ্রুং॥ নব কুঙ্কুমারুণ সুন্দর, অতি সিতমল সুশীতল কর, বিরহিনীগণ নয়ন পাপ, অন্তর বহু দেতাপ, দেখ উড়ুপত, অদ্ভুত গত, রজনী মুখ॥ ১॥ বৃন্দাবন বনকে শোভা, রমণী কুল মনলোভা, বংশীবট

পুলিন মাজ, ভেয়ীরী আজু সুখ সমাজ, পায়ে রাজ মদন রাজ, আজুকে সুখ ॥ ২ ॥ প্রফুল্ল মল্লিকা কুসুম দাম, পেখি মুররী পুরত শ্যাম, অনুকুল ভেয়ী যোগ মায়া, নিকসতী সব গোপ জায়াঃ ধাই বৃন্দা বিপিনে, রামচন্দ্রকে মনঃ ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ তেওট তালেন গীয়তে ॥

আলিরে, শ্রীনন্দনন্দন আজু পুলিনে বাজাওত বংশী। ধ্রুং॥ মোহন মুরত শ্যাম, সুগত সুন্দর ঠাম, সুললিত অনুপম, মনঃ মোহেরি,রতিপত মুরছত, ভুবন কি যোষিত, ভুলি গেয়ী নিজপত, বননিকসী। ১ ॥ তন মনঃ আন ছান, বিনাদর শন কান, ব্যাকুল ভেয়ীরি প্রাণ, না রহে মেরি ॥ * ॥ লে চলো যাঁহা শ্যাম, সকল পূরণ কাম, উৎকণ্ঠিত কবিরাম, কাহে বসি ॥ ২ ॥

ইমন্ রাগিণ্যাং। খয়রা তালেন গীয়তে।

পুলিন বনে আজু বাজেরে, ছন ছন ঘন নাদ মুররী শ্যাম সুন্দরকি ॥ ধ্রুং ॥ ব্রহ্মানন্দ সুখকে দুর, প্রেমানন্দ সুখ প্রচুর মনঃ হি শ্রবণানন্দপুর, বণিতা কুলকি ॥ ১ ॥ বংশী বট জমি

ধান, কয়ুগুত বেণু গোপী প্রাণ, মহারাসারম্ভী কান, বিপদ মদনকী ॥ ২ ॥ কহত হিঁ কবিরামচন্দ্র, পুলকিত তনু প্রেমা নন্দ, চলতহিঁ সবী গোপী বৃন্দ, ব্রজমণ্ডরকি ॥ ৩ ॥

শুনরি সখি বন বাজেরি, গত অদ্ভুত নন্দকে সুত কয়সেঁ বজানে হার ॥ ধ্রুং ॥ বংশীকে ধুনী মদন কদন, ছাইরি সুর পুরহি গগণ, ব্রহ্ম কটাহ করত ভেদ, রাজত অনিবার ॥ ১ ॥ গরজত ঘন মন্দ মধুর, স্তম্ভিত জল বহ্নি সমীর, পুলকিত খগনগদ্রুম পশু, বরিখে অমিয়াবার ॥ ২ ॥ বেণুনাদ শ্রবণা মৃত, উদ্দীপন নন্দকে সুত, পুলক প্রেম ভাবাদ্ভূত, বহত নয়ন বার ॥ ৩ ॥ চরণে স্মরণ রামচন্দ্র, রাসারম্ভী শ্রীগোবিন্দ, যমুনা পুলিনে গোপী বৃন্দ, আই ভুবন নার ॥ ৪ ।

ছায়ানট্ রাগেণ । হরিতালেন গীয়তে ॥

বনে বাজে অতি দূর, বেণু সুমন্দ মধুর ॥ ধ্রুং ॥ ত্রিভুবন মোহে রবে, কোন্ নারী ঘরে রবে, ভুলে পতি সতীর খসে কটির মেদুর ॥ ১ ॥ আন্‌ছান্ করে প্রাণ, সুস্থীর না হয় মন,ঃ মুগ্ধা গোপ বধূর ইকি, কলঙ্ক অঙ্কুর ॥ ২ । কবিরাম চন্দ্র ভাষ, উৎকণ্ঠিতা এই রস, না পুরিবে মনের্ আশ, বিঘ্নের প্রচুর ॥ ৩ ॥

তন মনঃ ধন প্রাণ মেরি, হরলিয়ে কান ॥ ধ্রুং ॥ অবন তায়েঁ কাহেঁ, দিন পুলিন মে রহেঁ, নয়ন নয়ন চাহে, বয়ানে বয়ান ॥ ১ ॥ গেঁয়ে গুরু জন ডর, অভয় ভেয়ে অন্তর, উমত গুমড জিয়া, করেঁ আন্ ছান্ ॥ ২ ॥ উৎকণ্ঠিতা ইয়াকো নান কহত শ্রীকবিবাস, বংশী বজায় শ্যাম, সুমধুর তান ॥ ৩ ॥

কানোড়া রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

চলোরি চলোরি সখি আজু শুভ ছন মানি, আহরি ভূবনাঙ্গনা, শুনি মুররিকে ধুনি ॥ ধ্রুং ॥ মধুর মুররীরব, পরাভব মনঃভব, কাহে তুড়রতী অব, কুলকে গৌরব মানি ॥ * ॥ রন্ধন ভোজন কোই ছোড়ি লোচনাঞ্জন। ছোড়ি কোই অঙ্গ রাগ অঙ্গকে উদ্বর্ত্তন ॥ * ॥ গোরস সুরস শিশু মুখ পর ছোড়ি, ছোড়ি পতিকে সেবা, বেদ মারগ রোধিনী ॥ ১ ॥ বসন ভুষণ সবী উলট পলট ভেয়ী। বিসর গেই বিসব সুরত না আই ॥ * ॥ প্রাণ মনঃ জ্ঞান তিন হরলিয়ে, মুররী কাহুকে না কহেঁ কোই, যোগ মায়াকে বঞ্চিনী ॥ ২ ॥ কহে কবি রামচন্দ্র করি অনুমানে, সাধন সিদ্ধাকে রিত এহিমত পূরাণে ॥ * ॥ মহারাস করতহি নিত্য সিদ্ধাকে নিয়ে, জুগত সেঁা কহিঁ মহারাজা, সেঁা শ্রীশুকমণি ॥ ৩ ॥

কর্ণাট রাগিণ্যাং ॥ হরিতালেন গীয়তে ॥

উৎকণ্ঠিতা রাস বিলাপ ।

কুলে কলঙ্ক করিল, শ্যামের মুরলী ॥ ধ্রু ॥ ভাগ্যহীনা গোপী তারে, পুলিনে আনিতে নারে, বন্ধু বর্গে রাখে তারে জন করি ॥ ১ ॥ দুঃসহ কৃষ্ণ বিরহ, অশুভ নাগিল সেহ, ধ্যানে পুণ্য ময় দেহ, হরিল তারি ॥ ২ ॥ পাপ পুণ্য নাশে তারি, গুণময় দেহ ছাড়ি, যোগী যেন যোগ করি, পাইল হরি ॥ ৩॥ রামচন্দ্র অনুগত, যার বুদ্ধে কৃষ্ণ প্রাপ্ত, প্রমাণ শ্রীভাগবত, রয়েছে তারি ॥ ৪ ॥

রাগিণী কানড়ার মাজ ॥ তাল খয়রা ॥

শুন সই ঐ বাজে পুলিনে মুরলি, শ্যামেরো এখন কি করি, রহিতে যে নারি, চলহে চলিলাম বিপিনে ॥ ধ্রুং ॥ পূর্ণ ইন্দু কুমুদ বন্ধু উদয় হয়েছে গগণে ॥ * ॥ শ্রীবৃন্দাবনে আজু হইয়াছে কি শোভা কিরণে ॥ ১ ॥ সরদে প্রফুল্ল মল্লিকা কুসুমে গন্ধামোদিতা রজনি ॥ * ॥ মলয়াচল দিনো মন্দ মধুর পবনে ॥ ২ ॥ শুনি২ বংশীরোধ্বনী রমণীর রতি পতি জাগিল ॥ * ॥ কৃষ্ণ গৃহীত মনাচলে ভুলিয়া আপনার

স্বগণে ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র যার কর্ম্ম মন্দ রহিল মায়ার ভবনে ॥
কি হবে গতি যেজন বঞ্চিত হইল শ্রবণে । ৪ ॥

পরজ রাগেণ ॥ আড়া তালেন গায়তে ॥

আজু কেন ঘন বেণু বাজে নিশিতে, আকর্ষণ করে প্রাণ নারি রহিতে ॥ ধ্রুং ॥ জল বায়ু বহ্নি স্তব্ধ, পাষাণ হইল অম্ভ, খগ মৃগ পুলকাঙ্গ, বেণূ নাদেতে ॥ ১ ॥ হৃদয়ে প্রবেশ করে, ব্রহ্মানন্দ সুখ হরে, প্রেমানঙ্গ সুখোদয়, করে বেণুতে ॥ ২ ॥ পতিব্রতার ব্রতভঙ্গ, বাড়িল মদন রঙ্গ, কহে কবি রামচন্দ্র, হৈল যাইতে ॥ ৩ ॥

বসন্তরাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

হরিরূপ অপরূপ চল দেখিতে, নিরমিল বিধি তারে বৈশে নিভৃতে ॥ ধ্রুং ॥ যে দেখেছে একবার, মনোনেত্র নহে তার, সেকি গো কখন ঘরে, পারে থাকীতে ॥ ১ ॥ ভুবন মোহন চান্দ, পাতিয়া রূপের ফান্দ, ধরিকূল বধু ধরে, নয়ান বানেতে ॥ ২ ॥ লৈয়া রামচন্দ্র সঙ্গে, বৃন্দাবন চলরঙ্গে, কালাতো ঘুচাইবে জ্বালা. কি কায গৃহেতে ॥ ৩ ॥

কানেড়াবাহার রাগিণ্যাং ॥ খয়রা তালেন গীয়তে ॥

অভিসার ॥

চলে সই রাই কানু শকাশে। বিনাশে পুলিনে মহা রাসেশ্বরী, সঙ্গে সহচরী রূপে কোটি শশী প্রকাশে ॥ ধ্রুং ॥ স্থল পদ্ম জয়ী পাদপদ্ম শুধা কর কর নখরে। মণি মঞ্জির তায়, যেন কুহরে হংস সারসে ॥ ১ ॥ পূর্ণ ইন্দু বদন মণ্ডল ঘন ঘটাবৃত দুকুলে। উরহারা বলি যেন চপলা প্রকাশে আকাশে ॥ ২ ॥ শ্রীঅঙ্গ রাগন্ধা মোদিত মধু আশে পাশে ভ্রমরি, রামচন্দ্র মনো পাদ পদ্মাসব, পান রত সে ॥ ৩ ॥

রাগিণী ছায়ানট্ ॥ তাল ধিমা তেতালা ॥

নবরঙ্গী কিশোরি চলিলো ভেটীতে মুরারি ॥ ধ্রুং ॥ প্রেম মদে অন্তর ঢর, ভূলি গুরুজন ডর, শ্যাম সোহাগিনী শ্যামের গরব করি ॥ ১ ॥ সখি অঙ্গে অঙ্গ দিয়া, আবেশে অবশ হৈয়া, চলিতে না পারে সেতো রাজ কুমারী ॥ ২ ॥ কবি রাম. চন্দ্রের আশ, ওপদে হইতে দাস, অভিসার এই রসে, মিলিবে হরি ॥ ৩ ॥

বেহাগ রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

চলে রাস মণ্ডলে শরদ রজনী সৈ রমণী ভুলাইলে ॥ ধ্রুং ॥ হংশশ্রেণী মুগ্ধাবালা, বেড্র্যাইল চান্দের মালা, ঢাকিয়া চান্দের আলা, উদয় ভূতলে ॥ ❋ ॥ বসন ভূষণ শোভা, শ্রীকৃষ্ণের মনোলোভা, স্থকিত চপলা প্রভা, গজগামিনী ॥❋॥ গুরু জনার নাহি ডর, প্রেম্ মদে চরোচর. কবিরামচন্দ্র নর, চল চলিলে ॥ ১ ॥

চলে পুলিন বনে। মুরলি ধ্বনি সুনি ধনি শ্রবণে ॥ ধ্রু ॥ সচকিতা বেণু পথে, চলে সবে যুথে২, ব্যস্ত পরাব্যতিক্রমা বস্ত্র ভূষণে ॥ ❋ ॥ রন্ধন ভোজন ত্যাগি, কৃষ্ণমনা অনুরাগী, নাহি ডাকে কেহকারে, আয়গো সখি আয় ॥ ❋ ॥ বেণুরো বিচিত্র রঙ্গ, পতিব্রতার ব্রত ভঙ্গ, কহেকবি রামচন্দ্র, শ্রীবৃন্দা বনে ॥ ২ ॥

পরজ মালকোশ রাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

অভিসার গোপিনী আগমন ॥

গোপিগণের আগমন ॥ হইল যথা শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ধ্রুং ॥ পুলিনে চপলা মালা, উদয় গোপের বালা, ঘন ঘটা শ্যাম

কালা, ভুবন মোহন ॥ * ॥ মুগ্ধা মধ্যা গোপী গণে, বেণু নাদ উদ্দীপনে, আইল পুলিন বনে, কান্ত সন্নিধান ॥ * ॥ শ্রুতি কন্যা মুণিকন্যা, ভুবনেতে মান্যা ধন্যা, আর এলো দেবকন্যা, একত্র মিলন ॥ ১ ॥ যুথে যুথে যুথেশ্বরী, অঙ্গ ভূষা হেরি হেরি, আপন আপন সহচরী, নিন্দে পরস্পর ॥ কৌতুকে কৌতুক বৃদ্ধি, পাইয়া পরম নিধি, হৈল নিজ কার্য্য সিদ্ধি, করি দরশন ॥ ২ ॥ কবিরামচন্দ্র কয়, নাহিগুরু জন ভয়, লোক লজ্জা নাহি রয়, প্রেমের লক্ষণ ॥ * ॥ কৃষ্ণ কৃপা করে যারে, সে কি ত্রিভুবনে ডরে, ঘরে হৈতে বাহির করে, ক্যরে আকর্ষণ ॥ ৩ ॥

উৎকণ্ঠিতায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি ॥

বেণু করি আকর্ষণ, আনিলো যত কুল বধুগণ ॥ ধ্রুং ॥ আর এক অসম্ভব, করিয়া বেণুর রব, নরনারী করে শব, মোহে ত্রিভুবন ॥ * ॥ বিচিত্র বেণুর গানে, আকর্ষিয়া গোপি প্রাণে আনে নিজ সন্নিধানে, রাসমণ্ডলে ॥ * ॥ পতি পিতা ভ্রাতা তারে, যতনে রাখিতে নারে, নির্ভয় হয়ে অন্তরে, করে আগমন ॥ ১ ॥ গোকুলের অনেক নারি, পিতা ভ্রাতা পতি তারি, রাখে দ্বার বন্ধ করি, নির্গম না হয় ॥ * ॥ ধ্যানে কৃষ্ণ চিন্তা করি, গুণময় দেহ হরি, পাপ পুণ্য পরিহরি, পায় দূর

শন ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র এই কয়, ভক্তিতে ভাবোদয়. তবে সে অন্তরে হয়, প্রেমের উদয় ॥ * ॥ দূরে যায় ভক্তি মুক্তি, তবে হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তি, নহিলে কাহার শক্তি, দেখে শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

বেহাগ রাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তাং ॥

রাশরসেরসাভাসে নন্দনন্দন, জিজ্ঞাসেন গোপীকাগণে ॥ ধ্রুং ॥ কহ২ সুমঙ্গল, ব্রজের মঙ্গল বল. আইলা যমুনা কূল, পুলিনে কার অন্বেষণে ॥ * ॥ ঘোর রূপা এ রজনী, ঘোর সত্ব নিষেবিনী, তোমরা কুল রমণী, পুনঃব্রজে যাও ॥ * ॥ পিতা মাতা ভ্রাতা পতি, ব্যাকুল হইয়া অতি, নানা স্থানে করে গতি, পরিশ্রান্ত অদর্শনে ॥ ১ ॥ শুনহে বেদের মর্ম্ম, পতিব্রতার এই ধর্ম্ম, পতি সেবা বিনা কর্ম্ম, নাহি আর তার ॥ * ॥ পতি বন্ধুবর্গ যত, হবে তারি অনুগত, এইতো সতীর রীত, বৈদিকে লৌকিকে মানে ॥ ২ ॥ নারী উপপতি করে, সদা ভয় তার অন্তরে, গুণে দোষ মানি করে, কলঙ্ক তাহার ॥ * ॥ সর্ব্বত্র অযশ গায়, মৈলে স্বর্গ নাহি পায়, জীবনে মরণ প্রায়, অখ্যাতি রহে ভুবনে ॥ ৩ ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, গোপীকার অন্তরে ব্যথা, লাজে করি হেট মাথা, কান্দে অনিবার ॥ * ॥ পদনখে ক্ষিতি লিখি, রামচন্দ্র হৈল দুঃখি, কর না উত্তর সখী, এখন কি ভয় মনে ॥ ৪ ॥

রাসে গোপ্যুক্তি ।

বিনয়ে গোপীকা কহে প্রাণনাথ,কেন করহে বঞ্চনা ॥ধ্রুং॥ পুরিয়া বেণুর গানে, সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষণে, আনিয়া পুলিন বনে, উচিৎ কি বিড়ম্বনা। * ॥ বন্ধুবর্গ পরিত্যাগি, তবপদে অনুরাগি, হয়ে হইলাম দুঃখভাগী, করুণা তোমার ॥ * ॥ নাথ যদি উপেক্ষিলে, নাহি আর যাব গোকুলে,প্রবেশি যমুনা জলে, অগ্নিকুণ্ডে ত্যক্তপ্রাণা ॥ * ॥ তুমি নাথ বেদ বক্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মের তুমি শাস্তা, নাহি তোমার কথার আস্তা, একি অবিচার ॥*॥ পাদপদ্ম নিকট হৈতে, নাপারি ব্রজে যাইতে, অবলা শরলা তাতে, নাহি কর বিবেচনা ॥ ২ ॥ তুমিতো প্রাণের পতি, তোমাবিনা নাহি গতি, ইথে কি অবলা রক্ষতি, কলঙ্ক তোমার ॥ * ॥ শুনিয়া গোপীর উক্তি, প্রসন্ন গোপীর পতি, রামচন্দ্র মাগে ভক্তি. গোপিপদ বাসনা ॥ ৩ ॥

জয়জয়ন্তী সুরট্ রাগিন্যাং ॥ ঝাঁপতালেন গীয়তাং ॥

রাস রস বর্ণনা ॥

সখিহে যমুনা তটে বংশীবট সন্নিকটে। পুলিনে শ্রীরাধা সহ বিহরে রাসে হরি ॥ ধ্রুং ॥ রচিত মনি মণ্ডপে, শোভে চন্দ্রাতপে, ক্ষচিত মণি কাঞ্চনে, রতন বেদি কোপরি ॥ * ॥

উদিত সুধাংশু করে, বৃন্দাবন শোভা করে, বিকচে কুসুমা বলি, গন্ধামোদিত করে ।। ❋ ।। স্বর্ণময় বৃন্দাবন, যমুনা জল নীলঘন, কুমুদ কূল পরিমলে, ঝঙ্কারিছে মধুকরী ।। ১ ।। শ্রীঅঙ্গরাগ রুচি জলদ মহিমা হরে। হরিল হরিতাল ছবি পীত পট কটিপরে। বদন সুধাংশু পরিপূর্ণ মণ্ডল হরে। অরুণ নয়নাম্বুজে, মনসিজে মোহে নারী ।। ২ ।। মণি মুকুট বিজয়ী শিখি পিচ্ছ চূড়া শিরে। ভালে অলকাবলি বংশী মধুরা ধরে। শ্রবণে মণি কুণ্ডলে কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি। হার বনমালা গলে, নাচে ত্রিভঙ্গ করি ।। ৩ ।। রক্ত জবা নিন্দি নবরাগ চরণাম্বুজে। লাজে নখরে শশী রত্ন নূপুর বাজে, কন্দর্প দর্প হরে হেরি রূপ মাধুরী, শ্রীরামচন্দ্র কবি রাধা পদে কিঙ্করী ।। ৪ ।।

আজু বৃন্দাবনে যমুনা পুলিন বনে নন্দকে নন্দন মদন মোহে সখি ।। ধ্রুং ।। রাসে রাসেশ্বরী ভাকিজো সহচরী। ভাকিজো অঙ্গজা মিলিত মণ্ডরী ভেয়ী ।। ❋ ।। গোপনকে কামিনী হৈমকান্তি মণি। ঘেরি চৌতুর সখি স্থকিত সৌদা মিনী। রতন আভরণ তন হার উররাজতী রেসমকে সাড়ি, সুচিত্র চুনারি ওড়ি ।। ১ ।। মরকত মণি নিকর শ্যামসুন্দর বর, মিথুনকে প্রথমজীমুত নবকান্তি ধর। ভামো পীতাম্বর তড়িত কে জ্যোতি হর। রূপকে ভূপ গোপিনকে শোভা হরে ।। ২ ।।

সোহে বনমাল উরহার গুঞ্জাকেরি। কুসম আভরণ তনকণ্ঠে কৌস্তুভ ধরি। অঙ্গ ত্রিভঙ্গ সুবঙ্কিম লোচন। শিরসি চূড়া শিখি পিচ্ছ সোহে চন্দ্রিমা।। ৩।। উদয় রাকারুণ ছায়ে বৃন্দা বন। কানকে মুররি ঘন বোলহিঁ ছনছন। গণিত পাথালদ্রুম মোহে পশু পক্ষিগণ। চলিত দুকূলকূল ভুবনকে নারীগণ।।৪।। ভয়েরি মুরতী মতি রাগ সহ্ রাগিনী, বাজে বহু যন্ত্র যাঁহা গোপিনী যন্ত্রিণী। নাদগত ভেদ সুরব্রহ্ম পুর ছায়েরী। প্রণত কবিরাম হৃদি বাজে রাসেশ্বরী।। ৫।।

উক্ত রাগিণ্যাং।। কওয়ালি তালেন গীয়তে।।

সখি সুখমে পরম সুখ ধাম। অখিল রসামৃত মূরতি যুবতী নয়ন মনকি অভিরাম।। ধ্রুং।। নবীন কৈশর, নটবর সুন্দর, কমনীয় বদন শ্যাম। রতিপতি মোহন, বল্লবী জীবন, নন্দকে নন্দন নাম।। ১।। ব্রহ্মা নন্দ সুখ, বৈমুখ, অনুভব, প্রেমানন্দ পরিনাম। রামচন্দ্র তনু মন রঞ্জন, রূপ পদপঙ্কজ রজ কাম।। ২।।

বেহাগ রাগিণ্যাং।। খয়রা তালেন গীয়তে।।

নর্ত্তক রাস।

রাসমণ্ডলে সই নাচে নব নাগর ঐ নাগরী।। ধ্রুং।। মণি

নির্ম্মিত স্তম্ভ বিদ্রুম, জবা কুশুমাবলি বিভ্রম, চন্দ্রাতপ চন্দ্র মণ্ডল, মুক্তা সারি সারি ॥ * ॥ মরকত মণি চিত্রিতাঙ্গ, বঙ্কিম ভ্রু ত্রিভাঙ্গি ভঙ্গ, বঙ্কিম লোচন পঙ্কজ, বঙ্কিম চুড়া ধারী ॥ * ॥ বঙ্কিম করে বংশী বদনে, বাজিছে রতন নূপুর চরণে, উরসি হার পীতাম্বর, গোপীকা মনোহারি ॥ ১ ॥ পুটিত হেমকান্তি গৌরী, ত্রিভুবনে একা ঐ সে সুন্দরী। নীলাম্বরী মরি কি মাধুরি, উপমা নাহি তাহারি ॥ * ॥ চরণ কমলে কমল লাজে, পদতলে জবা কুসুম রাজে। বাজে নূপুর মধুর মধুর, শ্রবণে মোহে মুরারি ॥ ২ ॥ নাচে চারি দিগে মুগ্ধা রমণী, করে কঙ্কন কটি কিঙ্কিণী, বাজিছে চরণে নূপুর ধ্বনি, শ্রবণে মধুর মাধুরী ॥ * ॥ করতালি করে বাজে, সুতুঙ্গ দৃমিকি দৃমিকি বাজে, মৃদঙ্গ কঙ্কণ কর জয় শ্রীরাধে, ঘনঘন বাজে মুরলি ॥ ৩ ॥ রাস মণ্ডলে সুপ্রকাশ, রমণী গণের পুরিল আশ, গোপীদ্বয় মধ্যে বাস, রাসোল্লাসে চাতুরী ॥ * ॥ কহে কবি দ্বিজ রামচন্দ্র, নরলীলায় একি রাস রঙ্গ, ব্রহ্মরাত্রি শীমাইথে, লীলা এই ঐশ্বরী ॥ ৪ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

ছাড়ি রাস মণ্ডবী অন্তর্ধ্যান করেন হরি করি চাতুরী ॥ ধ্রুং ॥ বাড়িল মদন রঙ্গ, রাস রস দিয়া ভঙ্গ, করি শ্রীরাধিকা

সঙ্গ, চলে মুরারি। প্রায় মধ্য রাত্রি গতা, পথশ্রান্তে পরিশ্রান্তা, ঘোর কান্তারে কান্তা হরি শরণী ॥ * ॥ কহে রাজনন্দিনী, কৃষ্ণেরে স্বাধীন জানি, যথা মনোলয় তুমি চলিতে নারি ॥ ১ ॥ শুনিয়া প্রিয়ার বাণী, নায়কের চূড়ামণি, কহে শুন বিনোদিনী, আরো নাই উপায়। * ॥ স্কন্ধে কর আরোহণ, অদূরে বিশ্রাম স্থান, করিতে চরণার্পণ, লুকাইলা হরি ॥ ২ ॥ যুথেযুথে গোপীগণ, করি কৃষ্ণ অন্বেষণ, ভ্রমিতে ভ্রমিতে বন, আইলেন তথা। *॥ শুনি প্রধানার ভাষা, গোপীকার নবম দশা, রামচন্দ্র করো আশা, লাজ নাই তারি ॥৩॥

কোথা গেলে নাথহে নন্দনন্দন রাসমণ্ডলী ছাড়ি। ধ্রুং ॥ করিয়া বংশীর গান, আকর্ষণ করি প্রাণ, বিনা অপরাধে বধ অবলায় করি চাতরী ॥ কি করিব কোথা যাব, কি রূপে তোমারে পাব, ঘোর কাননান্তরে, কারে জিজ্ঞাসিব ॥ * ॥ তুমিতো প্রাণের সখা, প্রাণ রাখ দিয়া দেখা, না যায় জীবন রাখা, তোমায় না দেখিয়া হরি ॥ ১ ॥ রামচন্দ্র এহি কয়, এ তোমার উচিত নয়, নাহি লোক লাজ ভয়, আপনার হৈয়া ॥ * ॥ অবলা সরলা বালা, নাহি জানে প্রেমজ্বালা, তারে মজাইলা কালা, ঘরের বাহির করি ॥ ২ ॥

সদয় উদয় হরি, মৃদু হাসি আসি অধিষ্ঠান রাসে ॥ ধ্রুং ॥ শুনিয়া গোপীর গীত, পরম আনন্দ চিত, হৈয়া গোপী অনু

গত, লয়ে গোপী রাসরসে ॥ ❋ ॥ পীতাম্বর বনমালী, প্রবেশি রাস মণ্ডলী, রাস রসে কুতুহলী, গোপীর বসে ॥❋॥ সাধন ভর্তৃকা রসে, রামচন্দ্র ভাবোল্লাসে, দেখে হৃদি পদ্ম কোষে, পাদপঙ্ক রজো আশে ॥ ১ ॥

সম্ভোগ রস ॥

আজুসুখ সর্ব্বরী । মেঘ শশী একই রূপ কিশোর কিশোরী ॥ ধ্রু ॥ বিচিত্র মদন রঙ্গ, নাহিরতি সুখভঙ্গ, অলসে অবস অঙ্গ, রূপ মাধুরী ॥ ❋ । স্বর্ণময় বৃন্দাবনে, রত্ন বেদি সিংহাসনে, কুসম শয্যা শয়নে, মদন জাগায় ॥❋॥ নিত্য লীলা অনুসারে, শুকসারি গাণ করে, ময়ুর পিক কুহরে, সুস্বর করি ॥ ১ । যমুনা নীল নীরদে, কুমুদ প্রকাশে হ্রদে, ভ্রমর ভ্রমরী নাদে, শ্রবণ জড়ায় ॥ ❋ ॥ প্রফুল্ল কুশুম বন, সৌগন্ধ বহে পবন, প্রকাশে শশী কীরণ, প্রসন্ন করি ॥ ২ ॥ নিত্য বৃন্দাবন নাম, কৃষ্ণের বিশ্রাম ধাম, নাহি তাহে অন্য কাম, গোপ গোপীকার ॥ ❋ ॥ রামচন্দ্র এই কয়, পুরুষার্থ তুচ্ছ হয়, কৃষ্ণলীলা রসাশ্রয়, মুক্তি কিঙ্করী ॥ ৩॥

. হরি মনোরঞ্জনি অলসে বিলাসে শ্যাম উরসি ॥ ধ্রুং ॥ শ্যাম মরকত প্রভা, প্যারি কাঞ্চন লোভা, হইল বিচিত্র

শোভা, জলদে লুকাইল শশী ॥ ❋ ॥ বৃন্দারণ্যে কল্পদ্রুম, অধঃরত্ন সিংহাসন, শয়ন করিল সুখে কুসুম শয্যায় ॥ ❋ ॥ হইল মধ্যরাত্রি গতা, শুকসারি কহেকথা, লুকাইল পৃষ্ঠা নিযথা, সেবা পরায়ণা দাসি ॥ ১ ॥ অলসে, আবেশ অঙ্গ, বাড়িল অনঙ্গরঙ্গ, রাহুযেন ত্রিপদ গ্রাসি, উথলে প্রেম জলধি ॥ ❋ ॥ আনন্দের হৈল অবধি, রামচন্দ্র কবি হৃদি, কমলে ঐ দিগ্‌বাসী ॥ ২ ।

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ তিওট তালেনগায়তে ॥

নন্দ কিশোর উর রাধাধরি হঁয় ॥ ধ্রুং ॥ পুলকিত তনমন, উপজে আনন্দ ঘন, যমুনা পুলিনে, মদন জয়ীভেয়ী হঁয় ॥❋॥ মরকত মণিশ্যাম, গৌরী কাঞ্চন দাম, তড়িত জাড়ি জীমুত শোভা হরি হঁয় ॥ ১ ॥ রূপকে ভূপকান, গৌরী রূপকে ধাম, চনক প্রমাণ দ্বৌ, একরূপ বলি হঁয় ॥ ২ । কান্তা কান্তকে হৃদি, ভেয়িরি সুখ সমাধি, প্রেমজলধি নিরবধি, ঘন ফুলি হঁয় ।৩। সম্ভোগ অলস রস, অঙ্গ অনঙ্গে অলস, রামচন্দ্রকে হৃদি কমল, প্রঘট হঁয় ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীকৃষ্ণস্য রাসলীলা বর্ণনা পদাবলী সম্পূর্ণং ॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ ॥